সহজ গীতা পাঠ

ভূমিকা লিখিয়াছেন ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
এম-এ ; ডি-লিট্ ; এফ্-এ-এস্ ; ভূতপূর্ব উপাচার্য,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং

অভিমত দিয়াছেন ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক,
এম-এ ; পি-এইচ্-ডি ; ডি-লিট্ ; এফ্-এ-এস্ ; বিদ্যাবাচস্পতি ;
ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

গীতা গ্রন্থে কর্ম ছাড়া কথা নাই
"নিষ্কাম-কর্ম" নির্দেশিছে সদাই।

অর্জ্জুনের আমিত্ববোধ এবং কামনা-বাসনা ছিল। মনে যুদ্ধ-জয় লাভের মোহও ছিল। কিন্তু যুদ্ধ পূর্বে আত্মীয় এবং গুরুজনদিগকে নিরিক্ষণ করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এই মনোভাব জাগিল। এই 'না' বলার মধ্যে শুদ্ধ বৈরাগ্য ভাব ছিল না; ইহাতে বিষাদ ভাব ছিল। মোহ-গ্রস্থ-মনের বিকারে অর্জ্জুন 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের পুরুষকারের অভাব বশতঃ মনে দুর্বলতা আসিয়াছিল।

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ক্ষাত্র-ধর্ম হইল যুদ্ধ কর্ম। স্বভাব বশেই মানুষ কর্ম করে। মোহ বশে যুদ্ধ করিব না অর্জ্জুন যাহা বলিলেন পরে স্বভাবশে সেই কার্যই করিবে কারণ যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবজ-গুণ। কাজেই লাভালাভ বর্জিত যুদ্ধ কর্ম না করিলে অর্জ্জনের যুদ্ধগত সংস্কার যাইত না।

অতএব বিষাদগ্রস্থ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজের আসল স্বরূপ (অর্থাৎ বিশ্বরূপ) দেখান অর্জুনের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এবং পরিশেষে আমিত্ব বোধ না রাখিয়া কেমনে নিষ্কাম-যুদ্ধ করিতে হইবে, — এই শিক্ষার জন্যই গীতার সমস্ত উপদেশ সকল অর্জুন উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছিল। পরিশেষে অর্জুনকে দিয়া নিষ্কাম-যুদ্ধ কর্ম সম্পাদন করান এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথী হইয়া অর্জুনের যুদ্ধ-রথ চালনা করিয়া বিশ্ববাসীকে দেখাইলেন কিভাবে নিষ্কামযুদ্ধ করিতে হয়।

অতএব গীতার মর্ম কথা কর্ম এবং কর্ম ছাড়া অন্য কথা নাই। মানুষ স্বভাব-গুণে কর্ম করিতে বাধ্য। চিন্তাও কর্মের অঙ্গ। সর্বক্ষণ কর্ম করিবে, বাসনা বিহিন কর্ম অর্থাৎ 'নিষ্কাম কর্ম' করিবে, ইহাই গীতার মূখ্য ব্যক্তব্য। ভগবানে মন রাখিয়া সর্বক্ষণ নিষ্কাম-কর্ম করিলে মনে সম-জ্ঞান (বা 'শূন্য' ভাব) আসে। এই 'সমত্ব' ভাবকেই গীতায় 'যোগ' বলে। এই নিষ্কাম-যুদ্ধ কর্ম সম্পাদন করাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'যোগী' করাইলেন।

ওঁ

সহজ গীতা পাঠ

(প্রখ্যাত দার্শনিক ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাসহ।)

সর্ব-কর্ম ফল ত্যাগী,
তারে কহে সর্ব-ত্যাগী।
নিষ্কাম-কর্ম কর সদাক্ষণ,
কর্মে বিরত না রবে কখন।

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

প্রকাশক :

শ্রীমতী রেখা মৌলিক
সি-৭৯, রামকৃষ্ণ উপনিবেশ,
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য
"জগদীশ ভবন,"
সিঙ্গাতলা রোড,
পোঃ মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ)।

২। শ্রীমতী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য
১১বি ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯।

মুদ্রক :

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ চৌধুরী
প্রেস্ এণ্ড লিটারেচার (ইণ্ডিয়া)
৮নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১।

মূল্য : এক টাকা

—উৎসর্গ—

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী

৺স্বর্ণলতা দেবী

দুই দিব্য আত্মার স্মরণে

শ্রদ্ধা তর্পণ।

হরি ওঁ তৎ সৎ।

কর্ম সবার আছে জানা,
কর্ম-ফল রহে অজানা।
তাহে কর্মে অধিকার রয়,
কর্ম-ফলে নাহি কভু হয়।
বাসনা রত কর্ম হলে,
সুখ দুঃখ বোধে রলে।
বাসনা বিহিন কর্ম সবে কর,
ঈশ্বরের তরে মতি সদা ধর।

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য রচিত আর একটি ধর্মগ্রন্থ ঃ

"আমি কে জানতে হবে"

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকা বলেন,

"......আশ্চর্যের বিষয় গ্রন্থকার হরলাল ভট্টাচার্য...দুরূহ তত্ত্ব অতি সরল ভাবে প্রকাশ করেছেন সুললিত পদ্যের মাধ্যমে...লেখকের সাধন জীবনের উপলব্ধি সাধারণের কাছে যে ভাবে সরল ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা বিস্ময়কর। অধ্যাত্ম চিন্তার এই সহজ প্রকাশ ভক্তের কাছে অসীম মূল্যবান।"

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনেরে,
"গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্"
(১০ম, অ, শ্লোক ২৫)
বাক্যের মধ্যেতে ওঁংকার জানিও আমারে।

'অউম্' জপিছে যে জন,
চিন্তা বিনে রহে সে জন।
চিন্তায় কভু রহে না যে মন,
সুখ-দুঃখ বোধে না কখন।
মন যদি শ্বাস তালে
অউম্, অউম্ বলে,—
শ্বাস স্থির রয়,
'প্রাণায়াম' হয়।
হ-কার বিলয় তরে,
সুখ-শান্তি মনে ধরে।
কর্ম ফলে বাসনা যাহার,
নিষ্কাম-কর্ম হবে না তার।
স্ব-কর্মই ধর্ম হবে,
অলসতা পাপ কবে।

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য রচিত আর একটি ধর্ম গ্রন্থ ঃ

"আমি কে জানতে হবে"

প্রখ্যাত দার্শনিক ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "··· গ্রন্থখানির একাধিক বৈশিষ্ট আছে।··· মোটামুটি কবিতাগুলী মনন ধর্মী এবং কবির জীবনে লব্ধ নানা তত্ত্ব কথার পরিচয় দেয়··· ।"

মহামানব শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ বলেন, "···বইখানি বেশ হয়েছে। অধুনা এর অধিকারী দুর্লভ···শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি গ্রন্থকার বাবা পরমানন্দে নিত্য স্থিতি লাভ করুণ।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশ মজুমদার বলেন,—"···হিন্দুদের জীবন দর্শন সম্বন্ধে সর্বজন স্বীকৃত মূল তত্ত্বগুলি তিনি অতি সরল ভাষায় কবিতার আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। সংসারে নানা কার্যে ব্যস্ত মানুষের মনে মাঝে মাঝে নিজের সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন জাগে তাহারই প্রেরণা কবিতাগুলির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।···"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "···শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় নিজের আত্মিকস্বরূপকে ধ্যান করেছেন···গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন ছোট ছোট ছন্দোবদ্ধ আত্মচিন্তার মাধ্যমে তিনি সেই সার্বজনীন আত্মচিন্তাকেই প্রকাশ করেছেন···।"

শ্রীরাধাবল্লভ দাস গোস্বামী (বৈষ্ণব দর্শন তীর্থ) বলেন, "··· জগন্নাথ দেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটিতে নূতনত্বের আভাস আছে··· যে কোনও ধর্মাবলম্বী লোকই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন··· এইরূপ কাব্যগ্রন্থ অধুনা অতীব বিরল··· ।"

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥
(গীতামাহাত্ম্যম্, শ্লোক ৬)

অর্জ্জুনের সারথ্য কার্যে হয়ে নিযুক্ত,
গীতামৃত যাঁরি মুখে হইল নিসৃত—
ত্রিলোকের তরে, আর তাহাদের উপকারে,
করি নমস্কার, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণরে।

হরি ওঁ তৎ সৎ

ওঁ

ঈশ্বর 'চেতনা' সবার,
রহিয়াছে বিশ্ব মাঝার।
প্রাণেরই চেতনা রয়,
উঁহারে ভগবান কয়।

স্ব-ধর্ম কর্ম সবে কর,
কর্ম-ফলে আশ না ধর।
সর্ব-কর্ম ঈশ্বরে কর সম্প্রদান,
কর্ম-ফল তিঁনি করিবেন প্রদান।

করিও না কভু কর্ম ত্যাগ,
কর সদা কর্ম-ফল ত্যাগ।
হলে কর্ম উদ্দেশ্যে তাঁহার,
নিষ্কাম-কর্ম হবে তোমার।

হরি ওঁ তৎ সৎ

—ভূমিকা—

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্যের 'সহজ গীতা পাঠ' শীর্ষক পুস্তকখানি পড়েছি। এই পুস্তকে গীতার ৮০টি নির্বাচিত শ্লোক পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে স্থাপিত হয়েছে। সঙ্গে আছে তাদের ব্যাখ্যা। প্রতিটি শ্লোকের পৃথক ব্যাখ্যার আগে তাদের সামগ্রিক ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ভাবে আরম্ভে গীতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'গীতার সার মর্ম' এবং গীতার ব্যবহৃত কতগুলি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা এই পরিচয়ের অঙ্গ। সমস্ত গ্রন্থই পদ্যে রচিত।

পুস্তকখানির অভিনবত্ব আছে। এটি তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকগুলির ঠিক সংকলন নয়। অপর পক্ষে গতানুগতিক পথে গীতার ব্যাখ্যাও নয়। পুস্তকের বিন্যাসে ও ব্যবস্থায় ভাষ্যকারের একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়েছে মনে হয়। কেন তা মনে হয় তা সংক্ষেপে বলছি।

সাধারণ হিন্দুর মনে কর্মফল হেতু জন্মচক্রে বন্ধন একটি বদ্ধমূল সংস্কার। তা হিন্দু ষড় দর্শন এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও সমর্থিত। তাই হিন্দুর পুরুষার্থ বা পরমার্থ হল জন্মচক্র হতে মুক্তি। গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা বর্তমান ভাষ্যকারের মতে সেই মুক্তির মান সূচিত করে। এই মান ষড় দর্শনের মত জ্ঞানের পথে নয় কর্মপথে। কর্ম কি দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সম্পাদন করলে কর্মফল ভোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং পরিশেষে জন্ম বন্ধন হতে মুক্তি ঘটে বর্তমান ভাষ্যকারের ধারণায় গীতায় তাই দেখানো হয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি নির্বাচিত ৮০টি শ্লোককে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডে দেখিয়েছেন মৃত্যু জীবনের উপর যবনিকা টানে না, কর্মফলের বন্ধন জীবনান্তরে মানুষকে টানে। দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন এই জন্মান্তরের কারণ বাসনা এবং বাসনা হতে সম্ভূত ভোগে আসক্তি। তৃতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন বাসনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বজন্মের প্রভাব হতে সঞ্জাত সংস্কারের গুণে যে স্বভাব গড়ে উঠে তার দ্বারা। চতুর্থ খণ্ডে দেখিয়েছেন গীতায় বর্নিত দর্শন অনুসারে মানুষ অনুক্ষণ কর্ম করতে বাধ্য, কর্ম ত্যাগ করতে সে পারে না। কাজেই যা বিধেয় তা হল সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে কর্মফল ত্যাগ করা। তা হলে কর্মফল ভোগ হতে মুক্তি আসে এবং জন্মচক্রের বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। এইখানেই তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিক অংশ শেষ। পঞ্চম খণ্ডে গীতায় যোগ সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

লেখকের গীতার এই নূতন ব্যাখ্যা চিত্তাকর্ষক এবং প্রণিধানযোগ্য। তা তাঁর চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় দেয়। আশাকরি যাঁরা গীতায় অনুরাগী তাঁরা এই অভিনব ব্যাখ্যা পড়ে আনন্দ পাবেন।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা নভেম্বর, ১৯৭০।

(অবসর প্রাপ্ত আই, সি. এস্;
ভূতপূর্ব উপাচার্য,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
প্রখ্যাত দার্শনিক,
উপনিষদের দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।)

লেখকের মন্তব্য

'গীতা' একটি ধর্ম গ্রন্থ যাহা সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই পাঠ করিতে পারেন। গীতার শ্লোকগুলি সহজ ও সরল ভাষায় মানবের আত্ম-জ্ঞানের বা ধর্মের পথ দেখাইয়াছে। গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য হইতে পারে না। যে শ্লোক সহজবোধ্য এবং নিজেই ব্যক্ত তাহার ভাষ্য হয় না। শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা চলে মাত্র। এইগুলি উপলব্ধি করিবার জিনিষ। শ্লোকগুলি সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া অন্য ভাষা-ভাষীদের বোধগম্য হয় না; অতএব গীতার অনুবাদ হইতে পারে মাত্র।

গীতায় কেবল কর্ম-যোগের প্রাধান্য রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষেই স্বত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই তিন প্রকার গুণ বা স্বভাব বর্তমান। স্বভাব গুণেই মানুষ কর্ম করে। বাসনা-যুক্ত-কর্ম করিলেই মানুষের সুখ দুঃখ বোধ আসে। দেহধারীকেই কর্ম করিতে হইবে; নিষ্কাম-কর্ম করিবে, ইহাই গীতার নির্দেশ। গীতায় অন্য যাহা কিছু অবতারণা সবই এই নিষ্কাম-কর্মকে আশ্রয় করিয়া। এত সহজ ও সরল নির্দেশ,—'নিষ্কাম-কর্ম' যাহা সকলেই গ্রহণ করিতে পারে, একমাত্র গীতায় বলা হইয়াছে। এক কথায় গীতা সর্ব ধর্মের সার ও মিলন উৎস; ইহা সহজ ধর্মী এবং সকলের গ্রহণযোগ্য।

গীতা পাঠে এক অধ্যায় হইতে অন্য অধ্যায়ে গেলে সাধারণ মানুষের মন গুলাইয়া যায়। মনে হয় যেন একই কথার পুনরাবৃত্তি বা একে অন্যের বিপরীত অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব আমি সমস্ত গীতা শ্লোকের

অশীতি শ্লোক বাছাই করিয়া পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে সাধারণ পাঠকেরা গীতার আসল বিষয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। উপরন্তু যাহারা সমস্ত গীতা পাঠে ধৈর্য রাখিতে পারেন না বা যাহাদের সময় হয় না তাহাদের জন্য এই 'সহজ গীতা পাঠ' লেখা হইল। এই শ্লোকগুলি নিয়ত পাঠ করিলে মানবের কল্যাণ হইবে।

আমি আমার পাঠ্য জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি যে মিশনারী স্কুল বা কলেজে সংক্ষিপ্ত বাইবেল পাঠ্য রহে এবং উহার বিষয় বস্তু পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রে থাকে। আমাদের দেশে গীতার পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলন নাই। আমার মনে হয় শিক্ষা বিভাগ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া গীতা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে স্কুল, কলেজে প্রবর্তন করিবেন। এই 'সহজ গীতা পাঠ' লিখিবার মূলে ইহাও আমার একটি উদ্দেশ্য।

স্নেহভাজন সর্বশ্রী কমলাক্ষ গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ বসুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর কৃতজ্ঞতা রইল মুকুল চাটার্জি, দেবপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও হৃষীকেশ মুখার্জির উপর। পরিশেষে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই সেই স্থিতপ্রজ্ঞ গৃহী-সন্ন্যাসী ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি নয় বৎসর বয়সকাল হইতেই নিরামিষাসী, ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালেও তাই এবং বর্তমানেও তাই।

ইতি—

মহাসপ্তমী, হরলাল ভট্টাচার্য

১৩৭৭ সাল। ৭।১০।৭০ ইং

প্রথম পরিচয়

(গীতার সংক্ষিপ্ত সার।)

"কর্ম ব্যতিরেকে অন্য কথা নাই,
নিষ্কাম-কর্মেতে রহিবে সদাই।"

'গীতা' কাহাকে বলে ?

রামায়ণের অংশ বিশেষ 'যোগ-বশিষ্ঠ' রামায়ণ—
তেমনি, মহাভারতে ভীষ্ম-পর্বের অংশ গীতার কথন।
শ্রীরাম চন্দ্রের যবে বৈরাগ্য উপজিল,
বশিষ্ঠ মুনি আত্ম-জ্ঞান দিয়া তাঁরে সংসারে বসাইল।
আত্ম-জ্ঞান যে সব উপদেশ শ্রীরাম চন্দ্রের তরে
দিল বশিষ্ঠ মুনি,—সে সকল 'যোগ-বশিষ্ঠে' ধরে।
আসল বৈরাগ্য সাধন হলে,
সংসার করেও সংসারে না র'লে।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে
অর্জ্জুনের অনুরোধ রক্ষার্থে
সারথী শ্রীকৃষ্ণ, স্থাপিল রথ অর্জ্জুনের,
সেনাদল মাঝে দুই পক্ষের।
নিরখিয়া সকল আত্মীয়, বন্ধু আর গুরুজনে,
'যুদ্ধ করিব না',—কহিল অর্জ্জুন বিষাদিত মনে।
আত্ম-জ্ঞান দিয়া অর্জ্জুনেরে,
শ্রীকৃষ্ণ উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধেতে তাঁহারে।
আত্মায় নিবিষ্ট রহি যুদ্ধ যে জনাই করে,
যুদ্ধের নিধন তরে পাপ আর শোক নাহি ধরে।
উপদেশ যাহা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে,
ধর্ম-গ্রন্থ গীতায় সকলি লিপিবদ্ধ করে।

গীতার সারমর্ম কি ?

রহিলেও কর্ম বিনে চিন্তা মনে রয়,
তাহে কর্ম করিবারে দেহধারীগণে কয়।
নিজ-স্বভাব-ধর্মে কর্ম করিবে সর্বক্ষণ,
কর্ম-ফল ভগবানে করিয়া সমর্পন।
কর্মেতে বাসনা জন্মায়,
কর্মে উহা লয় করায়।
বাসনা করিলে লয়,
আত্ম-জ্ঞান তাহে হয়
যে কোন কর্মই করিতে দোষ নাই
বাসনা বিহিনে উহা রহিলে সদাই।
কর্ম না রহিলে বাসনে
সু বা কু ভাব তাহে জাগে না মনে।
কোন কর্মেই পাপ নাহি রয়,
বাসনা-বিহিন কর্ম যদি হয়।
পরমার্থ কর্মও যদি হয় ইষ্টলাভ বা আনন্দ তরে,
এহেন কর্মেতেও মনে বাসনা ধরে।
নিষ্কাম-কর্ম বলিতে গীতায়,
এইরূপ কর্মও নাহি বুঝায়।
বাসনা-কামনা জাগে না যে কর্মেতে,
লাভা-লাভ যাহে রহে না চিত্ততে,

আত্ম-তৃপ্তিও, রবে না যাহাতে,
'নিষ্কাম-কর্ম' উহারে বলিছে গীতাতে।
স্বভাব-গুণে জাগাইয়া 'বাসনা-মন',
দেহেন্দ্রিয় দিয়া করি ভোগ, 'দেহ-মন' তৃপ্ত তখন।
নব নব সংস্কার জাগায় মনে,
রহে ভোগ-মন যুক্ত দেহ সনে।
'কামনা-মন' দেহ ধরে,
দিয়া দেহ-যন্ত্র ভোগ করে।
বাসনা- মনের চরিতার্থ ভোগ-দেহে,
মন তাহে ভোগ আশে দেহ বোধে রহে।
বাসনা-যদ্যপি না রহিবে মনে,
দেহ আর মন রহে পৃথকি ধরণে।
কেবল আত্মাতে 'আত্মা-রাম',
তারি কর্মে নাহি কোন 'কাম'।
আত্ম-জ্ঞান হয় যাহার,
দেহ বোধ থাকে না তার।
মন-দেহ বিযুক্ত তরে,
মনে ভোগ আর না ধরে।
দেহ বন্ধন রবে না যখন,
বাসনা বিনে মুক্ত তখন।
মন রহিলেও দেহটায়,
দেহ বোধ রহে না প্রায়।

'যোগ' বলিতে গীতায়,
কর্ম, অভ্যাস, জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ এসকল বুঝায়।
নিষ্কাম-কর্ম করিবারে কয়,
হেন কর্মে,—জ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ লাভ হয়।
তাহে গীতায় কর্মরে সর্ব-ধর্মের সার কয়,
সকল ধর্মরে কর্ম নামে কয়, কর্ম বিনে কিছু না হয়।
কর্ম বলিতে গীতায়,
সংসার-ধর্ম, ধর্ম-কর্ম সকলি বুঝায়।
,আমিত্ব' ছাড়িয়া,
কর্ম-ফল ভগবানে সমর্পিয়া,
সদা রহি আত্ম-জ্ঞানে,
আর ইন্দ্রিয় সংযমনে,
নিজ-স্বভাব-গুণে কর্ম করিবারে,
গীতায় উপদেশিছে সবারে।
ইন্দ্রিয় সকল,
বাসনায় রত কেবল।
ইন্দ্রিয় বশে কর্ম হলে,
বিষয়-বাসনে আবদ্ধ রলে।
নিষ্কাম-কর্মে রলে,
সুখ-দুঃখ সমজ্ঞানে হলে।
সম-ভাবেরে 'যোগ' নামে কয়,
নিষ্কাম কর্মেই উহা হয়।

সংস্কারেরে 'গুণ' কয়,
গুণের অপর নাম 'স্বভাব' হয়।
নিজ কর্মেই 'গুণ' আসে
তাহে মনে চিন্তা ভাসে।
চিন্তায় 'আমিত্ব' জাগিছে,
আমিত্বই বাসনা মাগিছে।
চিন্তা থাকে না যার,
'সম-ভাব' হয় তার।
বাসনা-যুত-কর্মে ত্রিগুণ আসিবে,
নিষ্কাম কর্মেই নির্গুণে পৌঁছিবে।
'ত্রি-গুণ' রহে না যার,
'মোক্ষ' লাভ হয় তার।
ত্রি-গুণেরেই সংস্কার কয়,
সংস্কার মত স্বভাব হয়।

নাহি হবে কর্ম-ত্যাগ,
হবে কর্ম-ফল-ত্যাগ।
'ত্যাগী' তাহাকেই কয়,
কর্মে বাসনা যার নাহি রয়।
গীতায় 'যোগী' বা 'ত্যাগী' তারে কয়,
যে জন নিষ্কাম-কর্মে রত সদা রয়।
নিষ্কাম-কর্মীর বাসনা রহে না চিতে,
তাহে 'চিন্তা' জাগে না মনেতে।

দেহ বোধ হবে না তাহার,
আত্ম-জ্ঞানে সদা মন রবে তার।
আত্ম-জ্ঞানীরেই 'জ্ঞানী' কয়,
জ্ঞানীরই 'ভক্তি', 'শ্রদ্ধা', 'মোক্ষ' লাভ হয়।
যে কর্মে মনেতে লাভালাভ দাগ কাটে না যাহার।
কর্ম-ফলের পাপ, পুণ্য, সংস্কার বর্তে না তাহার;
'আত্ম-জ্ঞান' হয় যাহার,
কর্ম, অ-কর্ম সবি একাকার।
যতক্ষণ দেহ-ভার,
ততদিন কর্ম তার।
দেহধারীগণে রহিলে কর্ম বিনে, চিন্তা কর্ম রয়,
চিন্তাশীলে 'যোগ' নাহি হয়, তাহে নিষ্কাম-কর্ম
করিবারে কয়।

বাসনা-কর্মে দেহ সবে ধরে,
নিষ্কাম-কর্মে উহা লয় করে।
দেহ বোধ রবে যতকাল,
চিতে বাসনা রহে ততকাল
চিত্ত করে বাসনা ঘোষণা,
মন তাহে দ্বি-মনা।
এক মন যারি হয়,
তারি নাম 'যোগ' কয়।
'এক মন,' জ্ঞানী রয়,
'অন্য মন', অ-জ্ঞানী হয়।

জ্ঞানী মন অজ্ঞানীরে,
জ্ঞানেতে পর্যবসিত করে।
পরিণামে দু'য়ে মিলে,
'জ্ঞানী' এক হয়ে গেলে—
আত্ম-জ্ঞান তারে বলে,—
জানিবে,—নিষ্কাম-কর্মে রহিলে।
সাধনার অভ্যাস বলে,
আর 'প্রাণায়াম' করিলে।

নিজ-স্বার্থ নাহি ধরি,
কেবল পরার্থে কর্ম করি
বিষয়-বাসনা ত্যাগে,
রত সদা কর্ম যোগে
'জ্ঞানী' নামে কথিত হবে,
তাহারে 'সন্নাসী' ও কবে।
পূর্ণ জ্ঞান হইবে যাহার,
'মোক্ষ' লাভ হইবে তাহার।
সকলি জ্ঞাত রবে, অ-জ্ঞাত নাহিকো তাহার,
দেহ শেষে কর্ম কভু রহিবে না আর।
জ্ঞানী যতদিন দেহ ধরে রবে,
ততকাল কর্মের রেশ নাহি যাবে।
এহেন কর্মের রেশ কেহ ধরিতে না পায়,
রলেও দেহ ধরে, কর্ম নাহি করে এমন দেখায়।

পূর্ণ-জ্ঞানী দেহ নাহি ধরে,
সেই জন কর্ম নাহি করে।
পূর্ণ-জ্ঞান 'ব্রহ্মর'ই রবে,
আত্ম-জ্ঞান তাহাকেই কবে।
স্বভাব-ধর্মে "নিষ্কাম-কর্ম"
ইহাই গীতার সার-মর্ম।

বাসনা-কর্মে শান্তি নাহি রয়,
নিষ্কাম-কর্মে নিত্য শান্তি বয়।

এ কথা মনে জাগিবে সর্বশেষে এখন,
গীতার উপদেশ অর্জ্জুনে দিলেন সেইক্ষণ

অর্জ্জুন বলিল যখন, যুদ্ধে ধরিবে না অস্ত্র
যুদ্ধ পূর্বে হইয়ে মোহ-বিকার গ্রস্থ।
পুরুষকার জাগান অর্জ্জুন মনে
যুদ্ধের তরে,—নহে যুদ্ধের বারণে।
কভু ক্ষাত্র-যুদ্ধ ত্যাজিবারে
শ্রীকৃষ্ণ উপদেশে বলেননি অর্জ্জুনেরে।
গীতার সকল উপদেশ পর পরে
যুদ্ধেতে অর্জ্জুনেরে উদ্বুদ্ধ করে।

পরিশেষে অর্জ্জুনে দিয়া যুদ্ধ সম্পাদিল,
শ্রীকৃষ্ণ হইয়ে সারথী, অর্জ্জুনের যুদ্ধরথ চালনা করিল।
তাহে গীতার মর্ম কথা অন্য নাহি দেখি,
কেবল কর্ম কর, কর্ম-ফলে আশ না রাখি।

দ্বিতীয় পরিচয়

(কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্য ।)

"ভবিতব্য রহে যাহা
বিধিও খণ্ডে না তাহা।"

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ কি ?

ভবিতব্য যাহা,
ঘটিবেক তাহা।
ভাগ্যে লিখন যাহা যখন,
নিশ্চিত ঘটিবে উহা সেই সন্ধিক্ষণ।
প্রকৃতির নিয়মে যাহাই ঘটন,
ভগবানও উহা করেন না খণ্ডন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-ক্ষণ,
বিধির বিধানে নির্দিষ্ট তখন।
যুদ্ধ নিবারিতে, অঘটন কিছু ঘটাননি জনার্দন,
দেখাইলেন,—ভাগ্যলিপি বিধিও করে না লঙ্ঘন।
শ্রীকৃষ্ণ নিজে সারথী বেশে অবতীর্ণ হইয়া তখন,
ভবিতব্য যুদ্ধ-কর্ম যাহা, করাইলেন সম্পাদন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন,
রাজ্য-লাভ তরে হয়নি প্রয়োজন।
জয়-লাভ উদ্দেশ্য নয়,
নিধন কারণ না হয়।
যে দিন যে জন যুদ্ধে হয়েছিল নিধন,
রত যুদ্ধে না রলেও হোত হত সেই সন্ধিক্ষণ।
প্রকৃতির নিয়ম যে মৃত্যুক্ষণ,
সাধ্য কার এড়ায় তখন।

যুদ্ধে প্রবৃত্তি রহিছে ক্ষত্রিয়ের স্বভাব,
না করি যুদ্ধ,---কেমনে আসিবে নিবৃত্তি ভাব।
কুরুক্ষেত্রের যাহা কিছু আয়োজন,
জনার্দন করিলেন,—যুদ্ধ আশ নাশের কারণ।
উপলক্ষ্য কিছু হয় মৃত্যুর কারণ,
যুদ্ধে হত হ'ল যারা,—যুদ্ধই ঘটন।
মৃত্যু তরে যুদ্ধ যাদের ছিল নির্দিষ্ট-করণ,
যুদ্ধ বিনে মৃত্যু তাদের ঘটিত কেমন ?
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইহাও কারণ,
অনেকের যুদ্ধে মৃত্যু জানিত জনার্দন।
শ্রীকৃষ্ণ জানিত যখন,—জনমের মৃত্যু নিশ্চিত হয়,
তাহে—এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিধন বা জয়-পরাজয় নয়।
শিখাইলেন,—স্বভাবজ-ধর্ম কভু না ত্যাজিবে,
সেই মত কর্ম করি বাসনা বর্জিবে।
মোহ-মায়া গ্রস্থ অর্জ্জুনে,
পুরুষকার জাগাইয়া মনে
ফলা-ফল সমর্পিয়া ভগবানে,
জয়-পরাজয় না রাখি মনে
যুদ্ধ করিতে হইবে কেমনে,
শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে।
স্বভাবজ কর্ম নিষ্কামে রহি, কেমনে করিবে
যুদ্ধ,—উপদেশিয়া অর্জ্জুনে শিখাইলেন সবে।

আর,—ফলাকাঙ্খা বর্জিয়া যুদ্ধ করাইয়া অর্জ্জুনে,
শিখাইলেন,—স্বভাব-গুণে নিষ্কাম-কর্ম করিবে যেমনে।

ক্ষত্রিয় কুলে জনম অর্জুনের,
দেব-ভাবে জনম তাহার।
যুদ্ধ তরে স্বভাব-ধর্ম আছে তার,
রাজ্য-লোভ, হিংসা-রাগ সকলি রয়েছে তাহার।
রণ ক্ষেত্রে আসি, যুদ্ধ জয় আশে
হঠাৎ শোকা-কুল মোহ-মায়া বশে
নিরখিয়া গুরুজনে আর আত্মীয় স্বজনে,
ভাবিয়া আকুল,—বধিলে পাপ হবে মনে!
হেন মায়া-মোহ অবস্থায় অর্জ্জুনেরে,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রণ তরে উদ্বুদ্ধ করে।
দিয়া আত্ম-জ্ঞান আর কর্ম-যোগে কিরূপে সংসার বন্ধন যাবে,
ইন্দ্রিয় সংযত রাখি, স্বভাব কর্ম করি, কর্ম-ফল সমর্পিয়া
ভগবানে রবে।
সম-ভাবে থাকি, রহি আত্মনিষ্ঠ ভাবে,
করিলে যুদ্ধ সংস্কার মুক্ত হবে।
মোহ বশে শোক নাহি রবে,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম-যুদ্ধে পাপ নাহি হবে।

'যুদ্ধ করিব না'—ইহা ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য তাঁহার
আসলে বৈরাগ্য নহে, ইহা মোহ-মায়া রত মনের বিকার।
'করিব না যুদ্ধ'—যা বলিছে অর্জ্জুনে,
করিবে সে যুদ্ধ পরে নিজ স্বভাবের গুণে।

বিমোহিত অর্জ্জুনেরে তত্ত্বজ্ঞানে, কভু কর্ম-যোগ তরে,
কভু ভক্তি-যোগে, কভু জ্ঞান-যোগে বুঝাইয়া পরে
বিশ্বরূপ আর গদাধর রূপ দেখাইয়া তারে,
জাগান পুরুষকার অর্জ্জুনের মনের মাঝারে।
যোগের কথন আর অভ্যাস-যোগ কত কিছু বুঝাইয়া পরে,
মোক্ষ লাভের গূঢ় তত্ত্ব দিয়া শেষে বাসনা লয় তরে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে।
অর্জ্জুনের আঁধার এত বড় নাহি ধরে,
যাহে তেজকর বিশ্বরূপ সহিবারে পারে।
বিশ্বরূপ দরশনে
অর্জ্জুন রহে ভীত মনে।
হেরি গদাধর রূপ,
জানিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
ভীত মন শান্ত হইল,
তাহে যুদ্ধে সাহস জন্মিল।
কুরুক্ষেত্রের যাহা যুদ্ধরূপ,
নহে উহা আসল স্বরূপ।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আদি নিধনে,
কিছু নাহি আসে যায় অর্জ্জুনে।
'রিপু' নহে অর্জ্জুনের আসল এঁরা,
কাম, ক্রোধ, লোভ এসকল রিপু তারা।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ রিপু জয় তরে
এযুদ্ধ করিবারে নির্দ্দেশে অর্জ্জুনেরে।
তাহে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরে,

'রিপু-যুদ্ধে' অভিহিত করে।
আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরে,
অন্যায়ের প্রতিকারে, ধর্ম-যুদ্ধ কহিছে উহারে।
অথবা স্বভাব-ধর্মে যুদ্ধ করি,
জয়-পরাজয় নাহি ধরি,
সংস্কার লয় করি অর্জ্জুনেরে 'যোগী' হতে কয়,
এ হেন কারণেও এই যুদ্ধ ধর্ম-যুদ্ধ নামে রয়।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের তরে গীতায় নির্দেশে যে কর্ম,
স্বভাব-কর্ম করি, কর্ম-ফল ত্যাগে রহি 'যোগী' হইবার মর্ম
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কতক পরে,
পঞ্চ-পাণ্ডব রাজ্য-লোভ আর না ধরে।
নিষ্কাম-যুদ্ধ করি বাসনা গিয়াছে,
ত্যাজিয়া মোহ মহাপ্রস্থানে গমন করিছে।
যুদ্ধের পরিণতি যাহা জানিত জনার্দন,
রহে তাই, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের 'আধ্যাত্ম' কারণ।
ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র-ধর্ম,
স্বভাবজ যুদ্ধ-কর্ম,
নিষ্কাম যুদ্ধেতে নাহি রত রলে,
ক্ষাত্র-ধর্ম সবার নাহি যেত চলে।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবদান দুই ধর্ম গ্রন্থের
উপদেশ লিপিবদ্ধ একটিতে শ্রীকৃষ্ণের, অপরটি ভীষ্মের।
গ্রন্থ দুইটিই অমূল্য সম্পদ ভবে
সদা মানবের কল্যাণেতে রবে।

শ্রীকৃষ্ণ দূত কেন?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেতে,
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে
নারায়ণী-সেনাদল নিয়া সাথে
শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন,—দূত হয়ে কুরু-রাজ সভাতে,
পঞ্চ-পাণ্ডবের তরে,
পঞ্চগ্রাম মাগিবারে।
দুর্যোধনের যুদ্ধ পিপাসা,
করিল নিস্ফল,—দূতের আশা।
দুর্যোধনাদি উদ্বুদ্ধ যবে
রাজ-সভা মাঝে বাঁধিতে শ্রীকৃষ্ণরে,
কহিলেন,—ভাবিওনা দুর্বল আমারে সবে,
আছে সেনাদল, মোরে রক্ষিবারে।
দেখালেন সভা মাঝে বিশ্বরূপ,
কে বা তিঁনি, কি বা তাঁর রূপ।
সন্তর এ বিশ্ব তেজ,—যবে ভীষ্মাদি আরাধিল,
ত্যাজিয়া ভয়ঙ্কর রূপ, পুণঃ দেহধারী হল।
হেরিয়া এ বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের,
যুদ্ধ আশ না মজিল দুর্যোধনের।
হেরিলেও সত্য স্বরূপ মনেতে না ধরায়,
যুদ্ধ বিনে যুদ্ধ-স্বভাব ছাড়িতে না চায়।

যাঁর বিশ্বরূপ,
আসল স্বরূপ।
তথাপি নিলেন সাথে নারায়ণী সেনাদল,
দেহধারী হয়ে, মানিল নিয়ম সকল।
দেহধারীগণ পালিবে সর্বক্ষণ,
পরিবেশ মত, যেখানে যেমন।
বিফল হইয়া রাজ সভা ত্যাজিবার কালে
কহিলেন,—কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে সময়-কালে।
দূতীপনা যাহা কারলেন
কেবল লোক শিক্ষা প্রদানে,
আর ভক্তের কারণে,
দুর্বলের বল দানে।
যুদ্ধক্ষণ যাহা,
নির্দিষ্টই তাহা।
যাহা যাহা করনিয় রয়,
চেষ্টার ত্রুটি না রাখিতে কয়।
প্রারব্ধ কর্মের তরে,
যাহা ভোগ করিবারে,
বিধিও খণ্ডে না তারে,
সময়েতে ভোগ করে।
নির্দিষ্ট ক্ষণে ঘটে,
লিখন যা ললাটে।

সাধ্য নাই বাঁধা দেয় তাহা,
সময় কালে ঘটিবে যাহা।
কুরুক্ষেত্র মাঝে যুদ্ধের যে সব আয়োজন,
ঘটা করি এ জনমে কেহ সৃজেনি কখন।
কুরুক্ষেত্র রনাঙ্গনে যে দিন যুদ্ধ ঘটিল,
প্রকৃতির বিধানে সেইক্ষণ লিখাই ছিল।
লিখনেতে ছিল যাহা,
কেবল ঘটিল তাহা।
প্রারব্ধ কর্মের যার যা ফল।
দিন ক্ষণে ভুগিল সে কেবল।

তৃতীয় পরিচয়

(শ্রীকৃষ্ণ সারথী কেন ?)

"ভগবান কর্ম করান যখন
কর্ম-ফল তাঁরে কর নিবেদন।"

শ্রীকৃষ্ণ সারথী কেন?

সর্ব-কর্ম করাণ তিঁনি,
কর্ম-ফল দাতাও তিঁনি।
অর্জ্জুন বসিলেন যে যুদ্ধ রথে,
সারথী হইলেন শ্রীকৃষ্ণ তাতে।
রথ চালনা করিলেন সেইমত,
যুদ্ধে প্রয়োজন হইল যেই মত।
অর্জ্জুন যুদ্ধ-কর্ম করিল সর্বক্ষণ,
সর্ব কর্মে মতি রাখি শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ।
যখন যেমন রথ চালনা করিল,
যুদ্ধ রথেতে অর্জ্জুন তেমনি চলিল।
অর্জ্জুন করিল যুদ্ধ তেমন,
আদেশিল যখন সে যেমন।
'নিমিত্ত মাত্র',—এহেন ভাবে কর্ম সম্পাদিল যখন,
যুদ্ধ-জয়-ফল অর্জ্জুন ভালে দিলেন তখন।
কর্ম-ফল দাতা তিঁনিই হন,
সবারে কর্ম করান যে জন।
দেহ-যন্ত্র রথ 'পরে,
কর্ম-মন বসে ঘুরে।
'দেহ-মন' চালনা করে,
ঈশ্বর রহিয়া অন্তরে।

আমার বলিতে কিছু নাহিকো আমার,
মন, দেহ, ইন্দ্রিয় যা কিছু সকলি তোমার।
যেমন চালাও তেমনি চলি
যেমন বলাও তেমনি বলি।
যেমন করাও তেমনি করি,
সকল কাজে,
সকল মাঝে
রয় যেন মন তোমায় স্মরি।
ভাবি যদি তিঁনি চালান আমারে
সর্ব-কর্ম মাঝে হেরি যদি তাঁরে
সুখ-দুঃখ ভেদ রবে না আর,
মন রবে 'রসের' মাঝার।
"আমি-কর্ম" লয় পাবে,
কর্ম-ফলে আশ না রবে।
'স্মরণাগত' যাহা,
'ভক্তি' কথিত তাহা।
সহজ নহে এপথ তত,
মানব সকল ভাবে যত।
'কৃষ্ণ-মন' করি,
যুদ্ধে অস্ত্র ধরি
'নিমিত্ত মাত্র'—যুদ্ধ কর্ম করিল অর্জ্জুন তখন,
উদ্বুদ্ধিল আত্ম-জ্ঞানে, শ্রীকৃষ্ণ উপদেশে যখন।

আত্ম-জ্ঞানেতে মন রহিবে যবে,
সদা-'সমর্পণে' মতি তবে হবে।
সারথী শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে দিয়া শিখালেন সবে
নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্মে রত কেমনে রবে।
শিখালেন সর্বলোকে দেব-নরগণকে,
সকল-কর্ম করান তিঁনি সদা সাথে থেকে।
আর স্ব-ধর্ম পালিলে স্মরিয়ে তাঁহারে,
তিঁনিই কর্ম-ফল দান করেন সবারে।
তাহে সর্ব-কর্ম করিবে নিমিত্ত মাত্র হয়ে,
কর্ম-ফল আশ মনেতে না রাখিয়ে।
দেহ, কর্ম, মন যখন,
চালিত হইছে সদা নির্দেশে তাঁহার,
আমিত্ব বোধেতে তখন
কর্ম করি, কেন দুঃখ সৃজ আপনার।

চতুর্থ পরিচয়

(গীতার ব্যহৃত কতগুলি পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ।)

১। ত্রি-গুণ ত্রি-স্বভাব।

২। 'ধর্ম' ও 'কর্ম'।

৩। স্বধর্ম ও পর-ধর্ম।

৪। সর্ব-ধর্ম কি?

৫। ত্যাগ ও যোগ।

৬। চিত্ত, ভেদ-জ্ঞান ও প্রাণ।

ত্রি-গুণে ত্রি-স্বভাব।

স্বত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই তিন-গুণ পাই,
"স্বভাব-ধর্ম' 'মানবে ত্রিবিধ রয়েছে তাই।
ত্রি-গুণ রহিছে সবার,
তাহে কর্ম তিন প্রকার।
ত্রি-স্বভাব সবে ধরে,
সবে কর্ম ত্রিবিধ করে।
ত্রি-চিন্তা অন্তঃরে সবারি হয়,
একটি স্বভাব প্রাধান্যে অন্যটি সুপ্ত রয়।
যে 'গুণ' যাহার বেশী স্বভাবে রত,
সেই মত চিন্তা তাহে জাগায় তত।
চিন্তার তারণায়
তারে কর্ম করায়।
ত্রি-বিধ কর্ম যাহার আত্ম-জ্ঞানে রবে,
'ত্রি-বেণী' সঙ্গম হয়ে সাগরে ধাইবে।
ত্রি-ধারা কর্ম ত্রি-চিন্তায় হবে,
মন তাহে ত্রি-মুখী রবে।
ত্রি-কর্ম একি মুখে বলে,
'এক মন' তাহারে বলে।
মন,—একনিষ্ঠ হ'লে পরে,
মনটাই 'আত্মা' নাম ধরে।
চিন্তায় রহিলে,—"মন" সবে কয়,
'চিন্তা' শূণ্যে 'আত্মা' নাম হয়।

'ধর্ম' আর 'কর্ম' কি অর্থে কয় ?

পূর্ব জন্ম কর্ম বশে
মানবের সংস্কার আসে।
সংস্কার যেমন যার,
স্বভাব তেমন তার।
যাহার যাহা স্বভাব,
সেই মত কর্ম প্রভাব।
স্বভাবেরে কহে ধর্ম,
হবে তাহা নামে কর্ম।
ধর্ম আর কর্ম একি কবে,
ইহাই জানিবে সবে।
'কর্ম' শব্দ বলিতে গীতায়,
সংসার-কর্ম, ধর্ম-কর্ম, যোগ-কর্ম সকলি বুঝায়।
যে কোন কর্মই করিতে দোষ নাই,
নির্দেশিছে কেবল দেবভাবে করিতে সদাই।
যে কর্ম ফল-আশে করে,
সে কর্ম 'পাপ' নামে ধরে।
ফল-ত্যাগ কর্ম হলে,
'পূণ্য' নামে তাহে বলে।
স্বভাব-কর্ম আর ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত কর্ম,
হয় কথিত গীতায় সকলি ধর্ম।

'স্ব-ধর্ম' আর 'পর-ধর্ম' কারে কয় ?

নিজ কর্ম দোষে

মানবের সংস্কার আসে।

তাহে মন ইন্দ্রিয় বিষয়ে যোগ হয়ে রবে,

স-কাম কর্ম নিষ্কাম না হলে, কেমনে বিয়োগ হবে।

না রহিলে বিয়োগেতে,

সুখ-দুঃখ, লাভালাভ,—সম-ভাব জাগিবে না চিতে।

শূন্য-ভাবে নাহি রলে,

আত্ম-জ্ঞান নাহি মিলে।

আত্ম-জ্ঞান যবে রবে,

শূন্য-ভাব তাহে হবে।

শূন্য পরে 'এক' কবে,

নিশ্চিত জানিবে সবে।

সংস্কার যেমন যার,

স্বভাব তেমন তার।

নিজ স্বভাবের যাহা মর্ম,

তাহারেই কহে 'স্ব-ধর্ম'

স্বভাবের বশে কর্ম করা হয়,

কর্ম বিনে রহিলেও চিন্তা কর্ম রয়।

কর্ম বিনে কভু থাকা নাহি যায়,

করিলে নিষ্কাম-কর্ম সংস্কার লয় পায়।

নিজ স্বভাব-ধর্মে কর্ম করা চাই,
পর-স্বভাব ধর্ম বর্জিবে সদাই।
না বুঝিয়া নিজ-স্বভাব,
ধরিলে পর-স্বভাব,
নিজ সংস্কার না হইবে লয়,
নব নব সংস্কার যুক্ত তোমা হয়।
নিজ স্বভাবের মুক্ত না করায়,
পরিশেষে অধিক বন্ধন আনায়।
সকলের স্বভাব এক না হইবে,
অন্যের স্বভাব তুমি কেনই ধরিবে।
নিজ প্রবৃত্তি বশে যে যা কর্ম করে,
ভোগ করি পুনঃ পুনঃ বিচার ধরে,
এই ভাবে মনেতে নিজ স্বভাব কর্মে নিবৃত্তি আসিবে,
পর-ধর্মে রহিলে মন কেমনে তা হবে।
আত্মাতে স্থির করি মনে,
আর ইন্দ্রিয় সংযমনে
স্বভাবজ কর্ম করিলে সর্বক্ষণ,
'স্ব-ধর্ম' নামেও কহিবে তখন।
ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ে রত,
মন তাহে বিমোহিত।
রহিলে ইন্দ্রিয়-বিষয়ী ভূত,
সেই কর্ম "পর-ধর্ম" অভিহিত।

ইন্দ্রিয় বশেতে কর্ম যদি সদা রবে,
সংস্কার বৃদ্ধি পাবে, মুক্ত তাহে নাহি হবে।
স্বভাব-ধর্মে নিষ্কাম-কর্ম করিবারে,
সংস্কার বিলয় তরে 'গীতা' নির্দেশে সবারে।
স্ব-ধর্ম অর্থে হিন্দু-ধর্ম, খৃষ্ট-ধর্ম, ইসলাম-ধর্ম এ সকল না বুঝিবে,
'স্ব' অর্থ নিজ স্বভাব, 'পর' অর্থ পর-স্বভাব আর ধর্ম অর্থ কর্ম
ইহাই জানিবে।

ইন্দ্রিয় বশীভুত কর্ম কভু না করিবে,
ইহাই "পর-ধর্ম" মনেতে জানিবে।
ইন্দ্রিয় সংযত করি,
স্বভাব কর্ম নিষ্কাম ধরি,
যে জন কর্মে রত রয়,
'স্ব-ধর্ম' তারি নাম হয়।
জয়-পরাজয় না ভাবিয়া মনে,
সর্বক্ষণ রাখি মন ভগবানে
"স্বভাব-ধর্মে" যুদ্ধ যদি করে,
নিধন তরে পাপ নাহি ধরে।
হেন যুদ্ধে মোহ-শোক জাগিবে না মনে,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসি যুদ্ধ তরে, হবে না দুঃখ আর যুদ্ধের কারণে।
পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টান্ত. ইহার,
যুদ্ধেতে জয়-পরাজয় কিছুই ভাব ছিল না তাঁহার।
নানা ভাবে বুঝাইয়া অর্জ্জুনে,
উদ্বুদ্ধ করিল যুদ্ধের নিধনে।

নিজ স্বভাব-ধর্মের যে সব কর্ম,
সকলি জানিবে তাহা "স্ব-ধর্ম।"
আমিত্ব ভাবে আর ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত কর্ম সকল,
"পর-ধর্ম" নামে গীতায় কথিত কেবল।

সংস্কারেরে স্বভাব কবে,
স্বভাব বশেতে কর্ম রবে।
বাসনা-যুত-কর্মেই স্বভাব আসিবে,
নিষ্কাম-কর্মেই উহার লয় হইবে।
স্বভাব বশে প্রবৃত্তি,
না রহিলে স্বভাব, হইবে নিবৃত্তি।
স্বভাব জাত কর্ম ধরি,
সেই কর্মে আশ না করি,—
এহেন কর্মে যদি মতি রয়,
স্বভাব-আশ তাহে লয় হয়।
স্বভাব-গুণে রহে আশ,
নিষ্কাম-কর্মে উহার বিনাশ।

"নিজেকে জানিতে হবে"—ইহাই আসল স্বভাব,
"পরমার্থ-কর্ম" তাহে মানবের প্রকৃত স্বভাব।
আর যাহা কিছু স্বভাব-ধর্ম রবে,
সে সকল "পর-ধর্ম" নামে কবে।
বিষয়ে বাসনা রত কর্ম,
ইহাও মানবের 'স্ব-ধর্ম'।

দেব ভাব আর অসুর ভাব,
ইন্দ্রিয় আর ত্রি-গুণ প্রভাব।
সকলি মানবে গড়ে স্বভাব
তাহে নানাবিধ কর্ম প্রভাব।
যে কর্মেতে দাগ-কাটে না মনে,
সেই কর্মে,—সংস্কার বা স্বভাব না আনে।
যে কোন কর্মই ত্যজিলে পরে,
গীতায় 'পাপ' নামে তাহা ধরে।
কেবল আত্ম-জ্ঞান বা 'পরমার্থ' কর্মের তরে,
যদি অন্য কর্ম কেহ নাহি করে
তাহেও পাপ বর্তিবে তাহার উপরে,
এ পাপ-ত্রাণ করে ভগবান, পাপ-ভার তারে নাহি ধরে।

"সর্ব-ধর্ম" ত্যাজিবারে কি অর্থে কয় ?

আমি, আমি, আমার,
বলি জীব,—করে অহংকার।
দেহ বোধ রহে তার,
চিত্তে আছে বাসনা তাহার।
দেহ দৃষ্টি যত হয়,
মরণ ভয় তত রয়।
আত্ম-দৃষ্টি যত হয়,
তত হবে অমৃতময়।
আমিত্ব ছাড়িলেই আসক্তি পালায়,
নিষ্কাম, সুখ-দুঃখাতীত হওয়া যায়।
প্রাণীগণ 'আমিত্ব' বা দেহ-বোধ রাখি মনে,
করে 'সর্ব-কর্ম',—তাহে বন্ধ মোহ সনে।
আমি, আমার চিন্তি সকল,
প্রাণীগণ, 'সর্ব-ধর্ম' পালে কেবল।
এহেন্ 'সর্ব-ধর্ম' ত্যাজিবারে কহে অর্জ্জুনেরে,
অহংকার বর্জ্জিয়া কর্ম করিবারে।
কর্ম-ফল সমর্পিয়া ভগবানে,
রহে সদা সমাহিত জ্ঞানে।
ঈশ্বরের তরে কর্ম তাহার,
'দেব-ভাবে' মন রহিছে যাহার।

'অসুর-ভাবেতে' রহে যে জনারই মন,
রত কর্মে, যাহা আনে সংসার বন্ধন।
কর্মের যে পরিণাম,
'পর ব্রহ্ম' তাঁর নাম।
ঈশ্বর তরে কর্ম রলে নিরন্তর,
সেই কর্মে বাড়ে ব্রহ্ম-কলেবর।
কর্ম, জ্ঞান পাশাপাশি কয়,
এক ভিন্ন অন্য নাহি রয়।
বিশ্বাস যাহা
ভক্তিই তাহা
ভক্তি, বিশ্বাস,—জ্ঞানের নাম হয়,
তাহে গীতায় কর্ম-যোগের প্রাধান্য রয়।
বিশ্বাস যেমন,
ভক্তি তেমন।
জ্ঞান, ভক্তি একি ভাবে অর্থ রয়,
বাসনা বিহীন কর্মে রলে তাহা হয়।
জ্ঞান যেমন,
ভক্তি তেমন।
বিশ্বাস জাগে কর্ম চিন্তায়,
তাহে স্থিরভাব মনেতে বহায়।
কর্ম করিছে যেমন,
বিশ্বাস জাগিছে তেমন।

বিশ্বাস যেমন হয়,
জ্ঞান তেমনি রয়।
কর্ম-কাণ্ড প্রকরণে,
পিতা-জ্ঞান জাগে মনে।
এই জ্ঞানে রহে বিশ্বাস পিতার 'পরে,
পিতারে পুত্র দেখ তাহে ভক্তি করে।
জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি এ সকল যাহাই বল,
সবারি মূলেতে দেখ "কর্ম" এসে গেল।
'স-কাম' কর্ম কভু না করিবে,
'নিষ্কাম-কর্মে' সদাই রহিবে।
কর্ম-ত্যাগ নহে গীতার কথন,
কর্ম-ফল-ত্যাগ আসল বচন।
কর্ম না করিলে তাহে পাপ হবে,
অলসতাই পাপ জানিবে সবে।
কর্ম-ফল সমর্পিয়া ভগবানে,
কর্মে রত রলে সদা ইন্দ্রিয় সংযমনে
সংসার বন্ধন যাবে,
সংস্কার মুক্ত হবে।
কর্ম-ফল ত্যাগ করি,
কর্ম সদা রহে ধরি,
সে কর্মে বন্ধন না আনায়,
কর্ম না রহি পরে মোক্ষ পদ পায়।

যে জন কোন কর্ম নাহি করি,
কেবল ভগবানে রহে স্মরি।
এক মনে সদা রয়,
অন্য চিন্তা নাহি হয়
কর্ম বিনেও হইবে তাহার
মোক্ষ লাভ জানিবার।
এহেন জনে কর্ম বিহনে যদি বা পাপ হয়,
সে পাপ-ভার বহন তরে ভগবান নিজে রয়।
এক মনে যে জন চিন্তে ভগবানে,
রলেও স্বভাব-কর্ম বিনে, কর্ম করিছে মনে।
দেহধারী অর্জ্জুনে,
দিয়া এ তত্ত্ব-জ্ঞানে
মোক্ষ-যোগ বুঝান তাঁহারে :
দেহধারী সকল নরে,
নিত্য-যুক্ত মন নাহি ধরে,
স্বভাব-ধর্মে, কর্ম করায় তাহারে।
মোক্ষ-যোগের এ গূঢ় কথন,—সদা যোগ-যুক্ত-মন,
দেহধারী কেহ রবে না কখন।
সর্ব-ধর্ম ত্যাগ করি,
কেবল ঈশ্বরে স্মরি,
অন্য কর্মে যে জন নাহি রত রয়,
সর্ব পাপ ভার তার ভগবান লয়

'সর্ব-ধর্ম' যাহা পরিহার করিবারে কহে,
নিষ্কাম-কর্ম যাহা গীতার কথন তাহা বিনে নহে।
ইন্দ্রিয়-কর্ম যাহা
'সর্ব-ধর্ম' অর্থ তাহা।
আমিত্ব আর দেহ-বোধে করে কর্ম সকলে,
তাহে 'সর্ব-ধর্ম' ত্যাজিবারে বলে।
আমিত্ব আর ইন্দ্রিয়াভূত কর্ম সকল,
'সর্ব-ধর্ম' অর্থে কহিছে কেবল।
ইন্দ্রিয়-ধর্ম সকল
পরিহার করি কেবল
অন্তরে ভগবানে লভিয়া স্মরণ,
ফলা-ফল না চিন্তিয়ে যুদ্ধ-কর্ম করিলে বরণ,
নিধন তরে যদি কোন পাপ হয়,
সে পাপ ভার বর্তিবে না তায়।
শরণাগত নরের যদি পাপ হয়,
সে পাপ পরিত্রাণ তরে ভগবান রয়।
ইন্দ্রিয় ধর্ম পরিত্যাগ তরে,
পাপ যদি তাহে ধরে,
সে পাপ ভার
ভগবান বহেন তাহার।
ইহ জনমের বা পূর্বজনমের কর্মের তরে যদি পাপ রয়,
নিষ্কাম কর্ম করিলে স্বভাব ধর্মে, সদা চিন্তি ভগবানে,
সে কর্মে পাপ নাহি হয়।
যদি হেন কর্মে পাপ কভু হয়,
সে পাপও ভগবান তরিয়ে লয়।

'ত্যাগ' আর 'যোগ' কারে কয় ?

'সর্ব-ধর্ম' পরিহার ছলে,
'সর্ব-ত্যাগী' হইবারে বলে।
কভু নাহি হবে কর্ম-ত্যাগ,
হবে,—সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগ।
ইন্দ্রিয় বাসনা যত,
মন তাহে নাহি রত।
কর্তব্য কর্ম সদা করে,
মতি রাখি ঈশ্বর তরে।
আমি-আমার হবে ত্যাগ,
আর হবে স্বার্থ ত্যাগ।
পর-সেবা যাহাই করে,
নিষ্কাম-কর্ম তাহা ধরে।
নিষ্কাম কর্মে রহেন যে মতিমান,
তারি কাছে সংসার ও বন দুই সমান।
আমি-আমার ভাবিয়া কেবল,
সর্ব-কর্ম করে প্রাণী সকল।
তাহে,—এহেন সর্ব-কর্ম ত্যাজিবারে,
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কহিছেন অর্জ্জুনেরে।
আমি-আমার ভাবি, কর্ম করিলে কেবল,
জাগিবে চিতে,—বিষয়-বাসনা, ইন্দ্রিয় সকল।

বাসনা, কামনা আর,—
মোহ-লোভ যত যার,
এ সকলেরে ত্যাজিবারে কহিছে,
সংসার ত্যাগ না বুঝাইছে।
নিষ্কাম-কর্ম করে যে জনাই,
সুখ-দুঃখ সম-ভাবে রহিছে সদাই।
সম-ভাবে সদা রহে,
'যোগ' নামে তাহে কহে।
সুখ-দুঃখ দু'য়ে রলে শান্তি নাহি রয়,
সম-ভাবে সদা রলে মনে শান্তি বয়।
যে জন হইবে "যোগী",
তারে কহে "সর্ব-ত্যাগী।"
আমি-দেহ,—এবোধ রহে যার,
মৃত্যু তরে সদা ভয় তার।
আমি,—আত্মা, দেহ নহি,
হেন বোধে সদা রহি।
দেহ রবে নশ্বর,
আত্মা অবিনশ্বর।
ক্ষণ-কাল দেহ ধরি ভবে,
মৃত্যু তরে শোক কেন হবে ?
আমি-বোধে কর্ম করে,
ফল্ আশে সদা ধরে

সুখ দুঃখ দু'য়ে রহে,
মোহ-মায়া চিত্তে বহে,
সংস্কার বিমুক্ত তরে,
স্বভাব গুণে কর্ম করে।
কর্ম ফল ত্যাগে রবে,
'সর্ব ত্যাগী' তাহে হবে।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন, 'ত্যাগী' করিবারে,
তাহে অর্জ্জুনেরে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে সংস্কার বিলয়ে 'যোগী' হইবারে।
গর্ভাধান ঈশ্বর পিতা মায়ার চক্রে ঘুরাণ সবারে,
সংগোপনে রহি সবার অন্তরে।
জননী রূপা প্রকৃতির অঙ্কেতে উদয়,
মানবের গুণ-ত্রয়,—যাহা স্বভাব-ধর্ম হয়।
আমিত্ব-মন সদাই আবদ্ধ করে,
অবিনাশী আত্মারে দেহের মাঝারে।
গীতার এই দুই শ্লোকের মর্ম যদি ধরে,
"নিষ্কাম-কর্ম" কারে বলে, বুঝিবারে পারে।
ঈশ্বর মায়া-কর্মে মানবেরে ঘুরান যখন,
কেন না করিবে,—কর্মে ফল তাঁরে সমর্পণ।
দেখিতেছ নিমিত্ত মাত্র কর্ম করিতেছ সদাক্ষণ,
তবে কেন কর্ম-আশে দেহ-বোধে রহিছ মগন।
এহেন চিন্তা মনেতে ধরিয়া
কর্ম করি, কর্ম ফল রবে সমর্পিয়া।

ভগবানে 'কর্ম ফল' সমর্পিয়া রবে
নিমিত্ত রহি, স্বভাবজ কর্ম নিষ্কামে করিবে।
তাহে,—আমিত্বের বাসনা কর্ম বিলয় হইবে,
আমিত্বের অহংকারে দেহবোধ আর না রহিবে।
দেহ-মন বা আমি-আমার আর না হবে,
তাহে,—"সম-ভাব" সদা মনে রবে।

'চিত্ত', 'ভেদ-জ্ঞান' আর 'প্রাণ' কারে কয় ?

নিশ্বাসের উর্ধগতি,—'প্রাণ' বলে তায়,
'অপান' নামেতে শ্বাস অধোদিকে ধায়।
উর্ধ-অধোগতি বায়ু স্থির হয় যে ক্রিয়ায়,
অপূর্ব সে ক্রিয়া, 'প্রাণায়াম' বলে তায়।
নাভি উর্ধে শ্বাস চলে,
প্রাণ বায়ু তাহে বলে।
নাভি নিম্নে শ্বাস চলে,
অপান-বায়ু তারে বলে।
প্রাণ-বায়ুরে অপান-বায়ু আকৃষ্ট করে,
তাহে শ্বাস বায়ু পুণঃ পুণঃ প্রবেশে অন্তরে।
আকর্ষণ, বিকর্ষণ দুই বায়ুতে রয়,
তাহে প্রাণীর দেহেতে 'প্রাণ' রক্ষা হয়।
শ্বাস বায়ু নাসা পথে আসা যাওয়া করিছে সবার,
এ প্রাণ বায়ুরে করিলে সুস্থির, 'প্রাণায়াম' হবে তাহার।
বহিলে বায়ু প্রবাহ তরল দ্রব্যে তরঙ্গ উঠিবে,
শ্বাস-বায়ু বহিলে তরল চিত্তে, 'চিন্তা তাহে কবে।
হলে স্থির শ্বাস-বায়ু চিত্ত স্থির রবে,
চিত্ত স্থিরে মনে চিন্তা কভু না আসিবে।
সু-চিন্তা রহিলেও চিত্ত স্থির নাহি কবে,
এহেন নির্মল তরঙ্গেও ধ্যান নাহি হবে।
সুচিন্তা দুশ্চিন্তায় "শান্তি" নাহি রয়,

চিন্তাশীলে "যোগ" নাহি, চিন্তা-শূন্যে হয়।
স্থির-মনে 'ব্রহ্ম' প্রতিবিম্বিত রন,
ইহাকেই 'জ্ঞান' বা 'মহা-প্রাণ' কন।
'মহা-প্রাণ' হইলে দর্শন,
পরমা শান্তিতে 'যোগী' রন।
চিন্তা-শূন্যে যে বা রয়,
'সম-ভাব' তাহে কয়।
'শূন্য' পরে এক হবে,
নিত্য শান্তি তাহে রবে।
এ সংসারে 'ভেদ-জ্ঞান' যাহা,
চিত্ত নামে কথিত তাহা।
চিত্ত অর্থই হইবে বাসনা,
বাসনাই করে চিত্ত ঘোষণা।
স্বত্বঃ, রজঃ, তমঃ—গুণে জড়িত,
এই তিন-রূপ বাসনাই কথিত।
বাসনা মাখা যত জ্ঞান তত্ত্ব,
বাসনা কথিত তত শুদ্ধ তত্ত্ব।
মোহ মুক্ত যেই চিত্ত,
তাহে বলে 'শুদ্ধ সত্ত্ব'।
চিত্তের অভাব হ'লে,
সবে তারে জ্ঞান বলে।

জড়ময় বাসনাতে,
পুনর্জন্ম এ জগতে।

জ্ঞানীর বাসনা যত,
'সত্ত্ব' নামে সব খ্যাত।
'জ্ঞান' তরে যে বাসনা রয়,
চিত্ত রলেও, চিত্ত নাহি কয়।
চিত্তের বন্ধন সদা সংসারেতে,
চিত্ত তাহে পুনঃ পুনঃ জন্মে ধরণীতে।
যোগীর বাসনা সদা আত্ম-জ্ঞান তরে,
এ বাসনা নিষ্কাম-কর্ম বলে, বন্ধন না ধরে।
আসক্তি, অহংকার নাহি যার,
'সাত্ত্বিক' কর্তা হইছে তাহার।
চিত্ত ত্যাগে রহিয়া সে জন,
সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্মে রাখে সদা মন।
বিলয় হইলে 'ওম্',
আসি স্থিতি হবে 'ব্যোম্'।
প্রাণ-বায়ু 'হ-কার' হইলে বিলয়,
ব্যোমে স্থিত হয়ে 'প্রাণায়াম' কয়।
আমি দেহ নই, দেহে নাহি হই,
দেহটারে আলো করে শ্বাস চৈতন্যে রই।
তেজ আর অগ্নির উত্তাপ রহিছে দেহেতে সবার,
তাহে রহে 'তেজময়-সূক্ষ্ম-দেহ', দেহের মাঝার।
মাটি, জল, অন্নময়-দেহ ভাসিছে উপরে,
তেজময় সূক্ষ্ম-দেহ আছে উহার ভিতরে।

অগ্নি-দেহ মধ্যে চৈতন্যময় দেব-দেহ রবে,
ত্রি-গুণ অনুভবে যবে, দেহ তিন কবে।

তামসিক অনুভব যবে,
মাটি, জল, অন্ন-দেহ কবে।
অগ্নিময় তেজস্কর দেহ রয়,
রাজস-সাত্ত্বিক অনুভবে কয়।

চিণ্ময় 'দেব-দেহ' নিত্য সিদ্ধ রবে,
অনুভবে স্বত্বঃগুণে, গুণে লিপ্ত নাহি হবে।

রজোগুণ বৃদ্ধির শেষে,
রজ-সাত্ত্বিক ভাব আসে।
রজঃগুণ অতি তেজকর,
ধর্ম স্থিত উহার উপর।

মন সদা করে তেজের আশ্রয়,
তাহে 'রজঃ' বৃদ্ধি প্রয়োজন হয়।
অহং-কার হইছে তাহার,
হ-কার বহিছে যাহার।
প্রাণ-বায়ুরে হ-কার কহিবে,
ইহাই নিশ্চিত জানিবে।
হ-কার স্থিত হয়ে ব্যোমেতে রহিলে,
'অহং' ত্যাজিয়া অং-এতে বসিলে।
'আমিত্ব' মুছিয়া তায়,
ব্রহ্ম-আমিতে বসায়।

পঞ্চম পরিচয়

(নির্বাচিত ৮০টি গীতার শ্লোক ব্যাখ্যাসহ পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করে স্থাপিত। সঙ্গে আছে প্রতিটি শ্লোকের সামগ্রিক ভাবে ব্যাখ্যা।)

১। প্রথম খণ্ডে—১০টি শ্লোক।

২। দ্বিতীয় খণ্ডে—১১টি শ্লোক।

৩। তৃতীয় খণ্ডে—২১টি শ্লোক।

৪। চতুর্থ খণ্ডে—২৬টি শ্লোক।

৫। পঞ্চম খণ্ডে—১২টি শ্লোক।

প্রথম খণ্ড

(১০টি শ্লোক।)

"দেহ নশ্বর,—
আত্মা অবিনশ্বর।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সূচনা

(চুম্বক)

অর্জ্জুনের ধারণা কেবল রয়,
নিধন হলে সকলি শেষ হয়।
এহেন অজ্ঞানতা ঘুচাইবারে,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝান অর্জ্জুনেরে।
দেহের পরিণতি কিবা হয়,
আত্মা কাহারে কয়?
দেহ অনিত্য,
আত্মাই নিত্য।
'আদি' আর 'লয়' দুই নরের অব্যক্ত,
'স্থিতি' কাল রহিয়াছে কেবল ব্যক্ত।
জন্মিলে মৃত্যু হয়,
মৃতের জনম রয়,
তাহে,—মৃতের তরে,
'জ্ঞানী' শোক না করে।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প মাত্র যাদের হয়েছে মরণ
কুরুক্ষেত্রেতে অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, তাদের মৃত্যুর কারণ।

(১) দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ১৩)

[যথা দেহিনঃ (দেহ বিশিষ্ট আত্মার) অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ, তত্র ধীরঃ (ধীমান্, পণ্ডিত) ন মুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না) ।]

কৌমারের পরে আসে যৌবন যেমন,
যৌবনের রূপান্তরে জরা দেহ তেমন।
এই দেহেই রূপান্তর,
হইতেছে নিরন্তর।
দেহান্তরে তবে কেন ভয়ে রহে মন,
ধীমান পণ্ডিত ইহে বিমুগ্ধ না হন।

দ্রষ্টব্য : [যৌবনে আসিয়া দেখ চিত্র শৈশবের,
পাবে না ফিরিয়া কভু শৈশব দেহের।
বার্ধক্যে পাওনা ফিরে যৌবনের দেহ,
চিন্তায় যাইতে পার, দেহে নয় কেহ।
বার্ধক্যে প্রত্যক্ষ কর নিজ মৃত্যু শৈশব, যৌবনের,
তেমনি,—বার্ধক্যের হইবে মৃত্যু শেষ পরিণামের।
নিজ 'মৃত্যু' জীব-দশায়,
প্রত্যক্ষ করিছ সবায়।
শেষ মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে,
মৃত্যু ভয়ে ভীত কেন রবে।]

(২) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২য় অধ্যায়. শ্লোক ২২)

(বিহায়—ত্যাগ করিয়া ; দেহী—আত্মা ; সংযাতি— প্রাপ্ত হন।)

জীর্ণ বাস ত্যাগ করি মানুষ যেমন,
নব-বস্ত্র পরিধেয় করে,
জীর্ণ-দেহ ত্যাগ করি আত্মা তেমন
নব-দেহ পুনর্বার ধরে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[পরিধেয় পরিবর্তনে দেহেতে বৈলক্ষণ্য না ঘটায়.
নব দেহে স্থিতি হয়ে আত্মার কিছু না করায়।
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ তরে কার দুঃখ নাহি রবে,
ত্যাজিলে জীর্ণ-দেহ শোক তবে কেন হবে ?]

(৩) দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৩০)

[ভারত! অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকলের) দেহে নিত্যম্ অবধ্যঃ (অবিনাশী)। তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুম্ না অর্হসি (শোক করিতে পার না)।]

অনিত্য মরণশীল দেহের ভিতরে,
নিত্য অবধ্য আত্মা সদা বাস করে।

একথা ভাবিয়া মনের অন্তঃরে,
পার না করিতে শোক প্রাণীগণ তরে।

(৪) নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।

[এনং (এই আত্মাকে) শস্ত্রাণি না ছিন্দন্তি, পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি, আপঃ চ (এবং জল) এনং ন ক্লেদন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ ন শোষয়তি (বায়ু শুষ্ক করে না)।]

(৫) অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

[অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ (আর্দ্র হইবার নহে), অশোষ্য চ এব (এবং শুষ্ক হইবার নহে), অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ (স্থিতিশীল), অচলঃ, সনাতনঃ (আদি কাল হইতে সমভাবে বিদ্যমান।)]

(৬) অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

[অয়ম্ অব্যক্তঃ, অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (বিকার রহিত উচ্যতে। তস্মাৎ এনং এবম্ (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনু-শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৩, ২৪ ও ২৫)

শস্ত্র ছেদিতে না পারে আত্মার,
দগ্ধ কভু নাহি হয় অগ্নিতে তাঁহার।

জল না পারে আর্দ্রিতে তাঁহারে
বায়ু নাহি পারে শুষ্ক করিবারে।
অচ্ছেদ্য, অ-আর্দ্র, অ-শুষ্ক 'আত্মা' সদা হয়,
সর্ব্বব্যাপী, স্থিতিশীল, আদি হতে সমভাবে বিদ্যমান রয়।
অব্যক্ত আত্মা চিন্তার বাহিরে,
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের রহে অগোচরে।
বিকার রহিত উঁহা,
বিষয়ীভূত নহে তাঁহা।
এহেন ভাবে জানিয়া আত্মারে,
পার না করিতে শোক উঁহা তরে।

দ্রষ্টব্য ঃ—

[চক্ষু নাহি পায় দেখিতে যাঁহারে,
অন্তরে রহেন তিনি, তাহে চক্ষু দেখিবারে পারে।
যাঁনি বাক্যে প্রকাশিত নয়,
রহেন অন্তঃরে, তাহে বাক্য প্রকাশিত হয়।
মন করিতে পারে না ধারণা যাঁহারে,
প্রভাবে তাঁহার,
মন চিন্তা-রত সবার,
সকলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলি জানিবে তাঁহারে।
দর্পনে হেরিলে সবার মুখ দেখা যায়,
সরাইলে দর্পণ আর মুখ না দেখায়।

দর্পণ রূপ বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়,
জীবরূপে বোধ-স্বরূপ 'আত্মা' নাম তাঁরি হয়।
দর্পণে না হেরিলেও স্বরূপ,
মুখের রয়েছে সেইরূপ।
বুদ্ধির দোষে না হেরিলেও আত্মারে,
আত্মার স্থিতি রহিয়াছে অন্তঃরে।
সকলেরই 'চেতনা' শক্তি রয়,
চৈতন্যেরই আত্মা বা ঈশ্বর কয়।]

(৭) অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৬)

[অথ চ (যদি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্য জাতং নিত্যং বা মৃতং (নিত্য জন্মে ও মরে) মন্যসে (এইরূপ মনে কর), তথাপি মহাবাহো ! ত্বম্ এনং শোচিতুং (তুমি ইহার জন্য শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)।]

নিত্য জন্মে, মরে আত্মা,—মনে যদি হয়,
তথাপি করিতে শোক পার না নিশ্চয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—

[জন্ম, মৃত্যু যদি আত্মার কবে,
তা হলেও জনম মরণশীল হবে।

'আত্মা' আর 'দেহ' দুই নাশে,
তাহে পরলোক নাহি ভাসে।
বলেও এহেন ভাব ভরে,
দেহ লাগি শোক কেবা করে।]

(৮) জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৭)

[হি (যে হেতু) জাতস্য (জন্মশীল প্রাণীগণের) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ, মৃতস্য চ (মৃতেরও) জন্ম ধ্রুবং (জনম নিশ্চিত), তস্মাৎ (সে জন্য) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং (তুমি শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)।]

জন্মশীল প্রাণীগণের মরণ নিশ্চয়,
মৃতেরও জনম নিশ্চিত হয়।
এ পরিহার্য এ বিষয় যাহা,
শোক তরে কেন হবে উহা।

(৯) অব্যক্তাদীনি ভূতাণি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ২৮)

[ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্ত মধ্যানি (মধ্যকাল ব্যক্ত), অব্যক্ত নিধনানি এব (বিনাশান্তেও অব্যক্ত) তত্র কা পরিবেদন।]

জনম আগে ছিলে কোথা,
বিনাশান্তে যাইবে যেথা
অব্যক্ত রহিছে এসকল,
মধ্যকাল যতদিন রহিছ ভবে,
ব্যক্ত মাত্র ততকাল সবে।
তবে,—শোক কেন হইবে কেবল।

দ্রষ্টব্য :—[মাতৃগর্ভে ছিলে কতকাল,
ভূমিষ্ট হয়েছ কোন ক্ষণকাল,
ইহ জীবনেও অব্যক্ত তোমার,
শিশুকাল, আর আর বহুবিধ অবস্থা প্রকার।
ক্ষণ-স্মৃতি, এহেন অবস্থার তরে,
দুঃখ কেন মনেতে ধরে।]

(১০) দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্‌।
মযা হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্‌॥

(১১ অধ্যায়, শ্লোক ৩৪)

[দ্রোণং চ, ভীষ্মংচ, জয়দ্রথং চ, তথা অন্যান্ যোধবীরান্‌ অপি (দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিপক্ষ বীরগণকেও) ময়া হতান (আমা কর্ত্তৃক হত হইয়াছে এইরূপ জানিয়া) ত্বং জহি (তুমি বধ কর)। মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) রণে সপত্নান্‌ জেতা অসি (যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিবে), যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)।]

আমা কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ,
ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ বীরগণ,
হেন ভাবে নিধনেতে রবে,
শত্রুগণ হবে পরাজয়,
ইহাই জানিবে নিশ্চয়,
নির্ভয়ে তুমি যুদ্ধ কর এবে।

(আমা কর্ত্তৃক অর্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক।)

দ্রষ্টব্য ঃ—[ভগবান কাল-রূপে বিনাশ করেছেন সবে,
অর্জ্জুনের যুদ্ধ কেবল নিমিত্ত মাত্র হবে।
তিঁনিই কর্ম-ফল নির্দিষ্ট করি রাখেন যখন,
কর্ম করি সর্বক্ষণ, ফল-আশে রহে কেন মন ?
নিমিত্ত মাত্র হয়ে কর্ম করিবে সর্বক্ষণ,
কর্ম ফলাকাঙ্খা না ভাবিয়ে কখন।

আপনি অর্জ্জুন, নিধন করিবে সবার
এ আমিত্ব বোধে, যুদ্ধ পূর্বে মোহ-শোক তার।
ভাবিল, যুদ্ধে জয়লাভ হইবে ব্যর্থ,
হেরি মহারথী,—ভীষ্ম, কর্ণ আদি জয়দ্রোথ।
ভগবান কহিলেন,—ভীষ্ম, আদি যত
কল্পনা মত, এ যুদ্ধে হইবে নিহত।
যুদ্ধ-জয় অর্জ্জুন পক্ষে
কহিলেন সর্ব সমক্ষে।
যাহে, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যুদ্ধ করে নির্ভয়ে
স্মরিয়ে ভগবানে আর আমিত্ব না রাখিয়ে।
বর্তমানে কর্ম-বরণ,
ভবিষ্যতে কর্ম-ফলণ।
বর্তমান রহে জানা,
ভবিষ্যতই অজানা।
অজানারে কল্পনাতে ধরে,
তাহে কর্ম,—নিষ্কাম না করে।
জানা-অজানা দু'য়ে যদি রবে,
কর্তব্য কর্ম সুষ্ঠ নাহি হবে।
কর্ম যখন জানা,—
তাহাই করিবে,
কর্ম-ফল অজানা,
তাহে নাহি রবে।]

দ্বিতীয় খণ্ড

(১১টি শ্লোক।)

"বাসনা করে চিত্ত ঘোষণা
চিত্ত রহে সদা দেহ-মনা।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সূচনা

(চুম্বক)

বিষয়ে বাসনা জাগিছে মনে,
তাহে কর্ম করি আসক্তি আনে।
আসক্তি আনায়,
দেহ বোধ তায়।
বাসনা রলে মনটায়,
পুণঃ পুণ দেহ ধরায়।
বাসনা রয়েছে দেহধারী সবার,
স্বত্বঃ, রজঃ, তমঃ,—গুণ বাসনার
প্রকৃতি হইতে উদয়,
সবারি এ গুণ-ত্রয়।
গুণ, ইন্দ্রিয় যাহা কিছু বল,
প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত এ সকল।
ঈশ্বর রহি অন্তঃরে সবার,
মায়া-মোহে ঘুরান আবার।
জনম কেমনে হয়,
বিনষ্ট কাহারে কয়,
এ সকল বুঝান অর্জ্জুনে,
তাহে জাগে মন নিষ্কাম-যুদ্ধ সনে।

(১) সর্ব্ববোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

[কৌন্তেয় ! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি (সমস্ত যোনিতে মূর্তি যে সকল জন্ম হয়) তাসাং মহদ্‌ব্রহ্ম যোনি (তাহাদিগের ব্রহ্ম যোনি বা প্রকৃতি কারণ), অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি গর্ভাধান পিতা) ।]

(২) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥

[মহাবাহো ! প্রকৃতি সম্ভবাঃ সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ (প্রকৃতি জাত স্বত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ), দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি (জীব দেহের মধ্যে অবিনাশী আত্মাকে আবদ্ধ করে) ।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ৪ ও ৫)

মূর্তি যাহা সৃষ্টিতে উৎপাদিত হয়,
সবারি কারণ এক, অন্য কিছু নয়।
সকলের জননীরূপা প্রকৃতি আমার,
গর্ভাধান পিতা আমি হই সবাকার।
সত্ত্ব, রজ, তম,—এই গুণ-ত্রয়,
প্রকৃতির অঙ্কেতে হইছে উদয়।
এই গুণ-ত্রয় নির্বিকারে অবিনাশী আত্মারে
পাইয়া অবদ্ধ করিছে জীব, দেহের মাঝারে।

(৩) ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

[ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া) পরাণি (শ্রেষ্ঠ), আহুঃ (পণ্ডিতগণ বলেন) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং (শ্রেষ্ঠ), মন যঃতু বুদ্ধিঃ পরা (শ্রেষ্ঠ), যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ পরতঃ (বুদ্ধির উপরে) যঃ (তিঁনিই আত্মা)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৪২)

দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ,
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ জানিবেক মন।
মনের উপরে, বুদ্ধি বলে যাকে,
বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যাহা "আত্মা" বলে তাকে।

দ্রষ্টব্য ঃ—

[দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা যাহা কবে,
স্থূল চিন্তা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মেতে প্রকাশিবে।
ভোগ বাসনা যাহা যত,
ক্রমিক স্থূলে গাঢ় তত।
বাসনা-চিন্তা শূণ্য হলে,
সূক্ষ্মতম 'আত্মা' বলে।]

(৪) আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

[কৌন্তেয়ঃ! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (নিত্য শত্রু) এতেন কামরূপেন দুষ্পূরেণ অনলেন চ (সেই কামরূপ দুঃখ তাপপ্রদ—সকল দ্রব্যাদি খাইয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—এমত অগ্নিদ্বারা) জ্ঞানং আবৃতম্ (জ্ঞান ঢাকিয়া রাখে)।]

(৫) ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥

[ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানং উচ্যতে (এই কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়), এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা) জ্ঞানং আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৯, ৪০)

সর্বভূক্ দাবানল সম রিপু কাম,
ঘিরে ফেলে চারিদিকে জ্ঞানীর যে জ্ঞান।
মন, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় সকল,
কামের আশ্রয় স্থান জানিও কেবল।
এই কাম জ্ঞানেরে আবরিয়া ধরে,
তাহে দেহাভিমানী জীবগণে মোহাভিভূত করে।

(৬) ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥

[ধ্যায়তো বিষয়ান (বিষয় সমুহ ভাবিতে ভাবিতে) পুংসঃ (মানুষের) তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে (তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়), সঙ্গাৎ (ঐ আসক্তি হইতে) কামঃ সংজায়তে (কামন উৎপন্ন হয়), কামাৎ ক্রোধঃ (কামনা হইতে ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে)।]

(৭) ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

[ক্রোধাৎ সংমোহঃ (ক্রোধ হইতে ভালমন্দ বিবেচনার অভাবরূপ

মূঢ়তা) ভবতি (জন্মে বা হয়), সংমোহাৎ (অবিবেক বা মূঢ়তা হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতি লোপ), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (স্মৃতি বিভ্রম হইতে বুদ্ধি নষ্ট হয়), বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (বুদ্ধিনাশ হইতে লোক বিনষ্ট হয়)।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৬২, ৬৩)

বিষয় সমূহ ভাবিতে ভাবিতে,
মানুষের আসক্তি জাগিছে চিতে।
আসক্তি হইতে কামনা জাগিছে,
কামনায় ক্রোধ জন্মাইছে।
কার্যকালে পরে ভাল মন্দ বিবেচনায়,
মানবের অভাবরূপ মূঢ়তা জন্মায়।
মূঢ়তা হইতে শেষে স্মৃতি লোপ পায়,
স্মৃতি নাশে বুদ্ধি নাশ,—বিনষ্ট করায়।

দ্রষ্টব্য ঃ—[অভ্যাস যে যাহাই করিবে,
উহা শেষে স্বভাবে আসিবে।
কামনা-বাসনা স্বভাবেতে যত
সংযত করি, কর প্রতিহত।
বুদ্ধি-ভ্রম হইছে কামনা হইতে,
ভ্রম দূরে যাবে, বাসনা বিরতিতে
নিষ্কাম-কর্ম করিতে করিতে
'ভাল-মন্দ' ভাব জাগে না চিতে।
বিষয় সমূহে আসক্তি যাইবে,
পরমার্থ কর্মে মতি সদা রবে]

(৮) প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।

[প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে), বিকারান্ চ গুণান্ চ এব প্রকৃতি সম্ভবান্ বিদ্ধি (ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকল এবং সত্ত্বাদি গুণ সমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে)।]

(১৩ অধ্যায়, শ্লোক ২০)

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে অনাদি জানিবে,
ইন্দ্রিয়াদি যে সকল বিকার
সত্ত্ব, রজ, তম গুণ আর,
প্রকৃতি হইতে উদ্‌ভব, ইহাই জানিবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—["ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা,
লোকে বলে করি আমি।"
স্বভাব যাহা কিছু আমার,
প্রকৃতি-স্বরূপা-জননী তোমার।
স্বভাবে করায় কর্ম যার,
তাহে কি দোষ আমার।]

(৯) ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।

[ভারত! পরন্তপ, সর্গে ইচ্ছাদ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন (স্থূল দেহ

উৎপন্ন হইলে অনুরাগ-বিরাগ জনিত দ্বন্দ্বভাব জাত (মোহ কর্তৃক) সর্ব্ব ভূতানি সম্মোহং যান্তি (সকল প্রাণীই বিমুগ্ধ হয়)।]

(৭ম অধ্যায়, শ্লোক ২৭)

স্থূল দেহ রবে যাহে,
ইচ্ছা দ্বেষ জন্মে তাহে।
ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ দ্বন্দবোধের উদয়,
এইভাবে দেহধারীগণে মোহাচ্ছন্ন হয়।

(১০) ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ।

[পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি (পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে, অথবা দেবতাদিগের মধ্যে এমন প্রাণী নাই) যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ (যে প্রকৃতি জাত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত)।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৪০)

প্রকৃতি-জাত তিন-গুণ হতে,
কেহ মুক্ত নহে স্বর্গে পৃথিবীতে।
দেব, নরে,—গুণে মুক্ত প্রাণী নাই,
গুণে বদ্ধ রহিয়াছে সবাই।

(১১) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

[অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢ়ানি (ঈশ্বর গুণময়ী মায়াদ্বারা দেহতে স্থিত অর্থাৎ যন্ত্রাদিতে স্থিত পুতুল বাজিকর যেমন আসরে নাচায় সেইরূপ) সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি (প্রাণীগণকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছেন এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন)]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৬১)

যত জীব ভাবে আছে,
দেহ যন্ত্রে উঠিয়াছে,
ঈশ্বর মায়ার চক্রে সেই জীবগণে,
মায়া-সূত্র ধরি সে'বা,
ঘুরান রজনী দিবা
সর্বভূত হৃদে বাস করি সংগোপনে।

দ্রষ্টব্য :—

[যা কিছু কর্ম-কাণ্ড যার,
ঈশ্বরই করান সবার।
আমিত্ব বোধ না রাখিয়ে আর,
ঈশ্বরের কর্ম ঈশ্বরই করান, এবোধ রাখ অনির্বার।
নিষ্কাম-কর্ম ইহে হইবে সবার,
রত কর্মে, 'আমি-বোধ' রবে না আর।

শ্লোকের এ অর্থ যাহা,
'চণ্ডী'তেও ব্যক্ত তাহা।
নরে 'ভ্রান্তি' রহে যাহা,
দেবী-'চণ্ডী' ঘটান তাহা।
"ভ্রান্তি রূপেন সংস্থিতাঃ,"—চণ্ডীতে কথিতা,
'তুমি চণ্ডী',—সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অধিষ্ঠিতা।
'প্রকৃতি' জননী যিঁনি কথিতা সবার,
স্ত্রী-শক্তিরূপে আরাধিছে তাঁহার।
শক্তি বলে ত্রি-গুণ আর ইন্দ্রিয়গণে ত্যাজিতে হইবে,
তাঁরি কৃপা মাগিবারে, 'মহামায়া-চণ্ডীরে আরাধিছে সবে।]

তৃতীয় খণ্ড

(২১টি শ্লোক।)

"পূর্ব জন্ম কর্ম বশে
মানবের স্বভাব আসে।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সূচনা

(চুম্বক)

পূর্ব জন্মের কর্ম বশে
মানবের সংস্কার আসে।
সংস্কার যেমন যার,
'গুণ' রবে তেমন তার।
গুণেতে স্বভাব হয়
ইন্দ্রিয় তেমনি রয়।
ইন্দ্রিয়-বাসনা জাগিবে তেমন,
স্বভাব-গুণ রহিয়াছে যেমন।
দেব আর অসুর স্বভাব,
দেহধারীগণে রহে দুই ভাব।
গুণ-ত্রয়ের লক্ষণ কিবা,
ইন্দ্রিয়াদির কামনা যেবা,
কি স্বভাব অর্জুনের বুঝাইয়া তাহারে,
কহেন শ্রীকৃষ্ণ,—নিজ স্বভাব গুণে
'নিষ্কাম-কর্ম' করিবারে।

(১) তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥

[ভরতর্ষভ ! তস্মাৎ (অতএব) ত্বং আদৌ (তুমি প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ধ্বংশকারী) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (পরিত্যাগ কর)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৪১)

বশ কর,

সকলের আগে ইন্দ্রিয়-বাসনার

ত্যাগ কর,

'সর্বজ্ঞান' বিধ্বংশী, পাপরূপী কামনা তোমার।

দ্রষ্টব্য ঃ—['শাস্ত্র-জ্ঞান' আর যাহা 'আত্ম-জ্ঞান',

কহিবে তাহা 'জ্ঞান' আর 'বিজ্ঞান'।

উভয়তর জ্ঞান রবে,

'সর্ব-জ্ঞান' তারে কবে।

(২) কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

[রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (সর্বদা অতৃপ্ত) মহাপাপ্মা (অতি ভীষণ) এষঃ কামঃ (এই কামনা) এবং

তদ অনুসরণকারী এবং ক্রোধঃ (এই বিদ্বেষ), ইহ (মুক্তির পথে) এনং বৈরিণং বিদ্ধি (কামকে শত্রু বলিয়া জানিবে) ।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৭)

রজোগুণ হতে জন্মে কামনার,
কিছুতেই হবে না তৃপ্তি তাহার।
কামনা পূরণে কভু প্রতিহত হলে,
ক্রোধের উদ্রেক হয় স্বভাবের বলে।
কামনারে শত্রুরূপে ভাবিবে সদাই,
মুক্তির পথেতে বাঁধা জানিবে ইহাই।

(৩) ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

[যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে (অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত থাকে), যথা আদর্শঃ মলেন (যেমন দর্পণ ময়লা দ্বারা), যথা গর্ভঃ উল্বেন (যেমন ভ্রূণ জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে) তথা তেন (সেইরূপ কাম কর্তৃক) ইদং আবৃতম্ (আত্ম-জ্ঞান আবৃত থাকে।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৮)

ধূমেতে বহ্নিরে,
মলিনতায় দর্পন
জরায়ুতে ভ্রূণেরে

আচ্ছাদিত করিছে যেমন
সেইরূপ কামদ্বারা
আত্ম-জ্ঞান আবৃত তেমন।

দ্রষ্টব্য ঃ—[নির্মল-দর্পণে না হেরিলে যেমন,
নিজ মুখ স্বরূপ দেখে না কখন,
কাম-দর্পন রহিলে তেমন,
বুদ্ধি ভ্রমে রয় সে তখন।
তাহে আত্ম-জ্ঞানে কভু রহে না যে জন,
বিষয় বাসনে মতি তার সদাক্ষণ।
কাম জয়ী হয়ে,
যে জনাই রহিবারে পারে,
জ্ঞান-বুদ্ধি হয়ে,
আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে।]

(৪) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ॥

[পরন্তপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম সমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি (প্রকৃত সম্ভূত বিভিন্ন গুণদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে)।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৪১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর
শূদ্রগণের,—কর্ম সমূহ যত যার,

স্বভাবে প্রভাবিত 'গুণ' দ্বারা
চালিত হইছে সকলে তাহারা।

দ্রষ্টব্য ঃ—[স্বভাব যাহার যেমন
শ্রেণী ভাগ হইবে তেমন।
কেবল,—জন্মগত বংশে রলে,
কভু ইহা নাহি বলে।
স্বভাবগুণে যে মানুষ যেমন,
সেই মত বর্ণাশ্রমে রহিবে সে জন।]

(৫) শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

[শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), দমঃ (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) তমঃ, শৌচং ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), অর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং (সাধারণ জ্ঞান), বিজ্ঞানং (বিশেষ জ্ঞান) আস্তিক্যং এব চ (ঈশ্বর আছেন এমত শ্রদ্ধাভাব) স্বভাবজং ব্রহ্ম কর্ম (স্বভাবজাত বা সংস্কারজাত ব্রাহ্মণের কর্ম।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৪২)

অন্তর ও বাহিরে ইন্দ্রিয় সংযমতা,
তপ, ক্ষমা, শৌচ আর সরলতা,
জ্ঞান-বিজ্ঞান আর ঈশ্বরেতে মতি,
ব্রাহ্মণের এই সকল স্বভাব-জাত গতি।

(৬) শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥

[শৌর্য্যং (পরাক্রম), তেজঃ, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), দাক্ষ্যং (কার্য-কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (যুদ্ধে পলায়ন প্রবৃত্তি নাই) দানং ঈশ্বরভাবঃ চ (দান এবং প্রভুত্ব ভাব) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম) ।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৪৩)

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য আর কর্ম কুশলতা,
উৎসাহি যুদ্ধে, নাহি তাহে বিমুখতা।
দান আর প্রভুত্ব এ সকলে রত,
স্বভাব কর্মে ক্ষত্রিয় সকল যত।

(৭) কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥

[কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম, শূদ্রস্যাপি (শূদ্রেরও) পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৪৪)

কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য তরে,
বৈশ্যের স্বভাব-কর্ম আছে ধরে।
দ্বিজগণের সহায়ক যা কিছু কর্ম
তারি তরে সেবা কর্ম শূদ্রের স্বভাব-ধর্ম।

(৮) সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥

[যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে, তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ (তখনই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে)।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ১১)

এ দেহে যখনি সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে,
ক্ষণস্থায়ী সুখ সঙ্গ তিষ্ঠিতে না পারে
সদাই হইতে থাকে সত্য-জ্ঞানের প্রকাশ,
তখনি জানিবে তাহা সত্ত্বগুণের বিকাশ।

(৯) লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥

[ভরতর্ষভ ! লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ, কর্ম্মণাং আরম্ভঃ, অশমঃ (একটি কার্য হইলেই অপর একটি কার্য করিব মনে করিয়া নিয়ত অশান্তি), স্পৃহা (বিষয় তৃষ্ণা) এতানি রজসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ১২)

অন্তহীন, ধন তৃষ্ণা, ভোগে মতি নিরন্তর,
কর্মের উদ্যম, চিন্তা—কর্ম হতে কর্মান্তর,
বিষয় ভোগের লিপ্সা প্রকাশিবে যখন,
বুঝিবে এসকল রজোগুণের লক্ষণ।

(১০) অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥

[কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (জ্ঞানের আবরণ স্বরূপ অবিবেক) অপ্রবৃত্তিঃ চ (আলস্য, উদ্যমহীনতা), প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (এবং মোহ) এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে (তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে উপজাত হয়)।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ১৩)

অবিবেক, আলস্য, উদ্যমহীনতা যত
হইলে 'মোহ' আর বুদ্ধিনাশ,
এই সকল দুর্লক্ষণ হইলে উদিত
জানিবে তমোগুণের প্রকাশ।

(১১) কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥

[সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলম্ (সাত্ত্বিক কর্মের সাত্ত্বিক আর রজঃতমোগুণ শূণ্য নির্মল ফল) আহুঃ (সুধীগণ বলিয়া থাকেন), রজসঃ তু ফলং দুঃখং (রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ), তমসঃ ফলং অজ্ঞানম্ (তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞান)।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ১৬)

সাত্ত্বিক-ফল সুখপ্রদ,
রজ-তম-শূণ্য নির্মল।

সুখলেশ-যুত দুখ
রাজসিক কর্মের ফল।
তামস-কর্ম সদা অজ্ঞান আলস্যময়,
ফল তাহে ধ্বংশ, মূঢ়তা নিশ্চয়।

(১২) সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥

[সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে (সত্ত্ব গুণ হইতে জ্ঞান জন্মায়), রজসঃ লোভঃ এব চ (রজোগুন হইতে লোভ উৎপন্ন হয়), তমসঃ (তমো-গুণ হইতে) অজ্ঞানং (অজ্ঞান) প্রমাদমোহৌ এব চ (অনবধানতা এবং মোহ) ভবতঃ (উৎপন্ন হয়)।]

(১৪ অধ্যায়, শ্লোক ১৭)

সত্ত্বগুণে হয় জ্ঞানের উদয়,
রজগুণে লোভ সদা রয়।
তমোগুণে মুগ্ধ করে অজ্ঞানে,
হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য, রহে মোহ গনে।

(১৩) অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥

(১৪) অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥

(১৫) তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

[হে ভারত ! অভয়ং, সত্ত্ব সংশুদ্ধি (চিত্ত নির্মলতা) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (আত্ম-জ্ঞান সাধনায় নিষ্ঠা), দানং, দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), যজ্ঞং, স্বাধ্যয়ঃ (বেদবিধি অনুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ), তপঃ, আর্জ্জবং (সরলতা), অহিংসা, সত্যং, অক্রোধঃ, ত্যাগ, শান্তিঃ, অপৈশুনং (পরোক্ষে নিন্দাবাদ অভাস রহিত), ভূতেষু দয়া, অলো-লুপ্ত্বং (লোভহীনতা), মার্দ্দবং (মৃদুতা), হ্রীং (লোকলজ্জা), অচাপলং, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), শৌচং (বাহির ভিতর শুদ্ধি), অদ্রোহঃ (পরের অনিষ্টে অপ্রবৃত্তি), নাতিমানিতা (নম্রতা), দৈবীং সম্পদং (দেবগুণোচিত সম্পদ) অভিজাতস্য ভবন্তি (উপ-জাত হইয়া থাকে)।]

(১৬ অধ্যায়, শ্লোক, ১, ২, ও ৩ ।)

ভয়শূন্য ভাব আর চিত্ত শুদ্ধতা,
আত্ম-নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযমতা,
যজ্ঞ, তপ, আত্ম-ধ্যান, আর সরলতা,

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, চিত্ত-শান্তি,
পর-নিন্দা নাহি অভ্যাস,
জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা,
নাহি চপলতা আভাস,
তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অনিষ্টে অপ্রবৃত্তি, নম্রতা
এই সকল দৈবী নামে খ্যাতি ভবে,
গুণগুলি সেই পাবে সাত্ত্বিক বাসনা লব্ধ যারি জন্ম হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় গুণগুলি জীবে রত
একই সময়ে নহেকো কেহ সর্বগুণে অধিষ্ঠান,
গৃহী আর ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ-ব্রতধারী যত
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ পান।]

(১৬) দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥

[পার্থ ! দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ চ ক্রোধ চ,পারুষ্যং (নিষ্ঠুরতা)
অজ্ঞানং চ এব আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য]

(১৬ অধ্যায়, শ্লোক ৪)

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান
আসুরী সম্পদ বলি জানিবে নিশ্চয়।
পূর্ব জন্মে পাপ কর্মে যাহারাই রতবান,
তাদের এগুণগুলি করিবে আশ্রয়।

(১৭) সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

[জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানী ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (নিজ স্বভাবের) সদৃশং চেষ্টতে (অনুরূপ চেষ্টা বা কার্য করে), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৩)

জ্ঞানীগণ জানিয়াও মন্দ কোন কর্মে,
অনিচ্ছায় রত হয় নিজ স্বভাবের ধর্মে।
আপন প্রকৃতি বশে প্রাণীগণ চলে,
কি হবে, বল করি ইন্দ্রিয় চাপিলে।
আপন স্বভাবে আছে মন্দগুণ যত
ক্রমে ক্রমে তাহা হতে হইবে বিরত।
স্বভাবে করায় কর্ম জানিবে সকলে,
কি হবে ইন্দ্রিয় চাপি, 'নিষ্কাম' না হলে।
বিষয়-বাসনা দোষ যাইবে চলে,
কর্ম করি,—কর্ম-ফলে আশ না রাখিলে।

(১৮) ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ণবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

[ইন্দ্রিয়স্য, ইন্দ্রিয়স্য (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই) অর্থে (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (গুণানুসারে

নির্দিষ্ট আছে), তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (সেই রাগ-দ্বেষের বশ্যতা প্রাপ্ত হইবে না) হি (যে হেতু তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ (তাহারা জীবের পরম শত্রু)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৪)

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের আছে দৃষ্টি লাভের কারণে,
হয় 'অনুরাগ',—লভিলে ভোগ্য বস্তু ভোগের তারণে।
লাভ না হইলে বিষয়ে প্রতিকূলে যায়,
'বিদ্বেষে' ইন্দ্রিয় সব সে দিকে না ধায়।
'অনুরাগ-বিদ্বেষ' ভাবে কভু না রহিবে,
এই সকল পরম শত্রু জীবের হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[স্বতন্ত্র-বিষয় আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের,
চক্ষুর বিষয় রহিছে রূপ, শব্দ কর্ণের।
নাসিকার গন্ধ আর ত্বকের পরশ,
আর আছে জিহ্বার নানাবিধ রস।
বিষয় সংযোগ হয় ইন্দ্রিয়ে যখন,
প্রীতি ও বিদ্বেষ ভাব উপজে তখন।
স্বভাবের অনুকূল বিষয় সংযোগে
ক্ষণিক আনন্দ প্রীতি অন্তঃরেতে জাগে।
স্বভাবের প্রতিকূল হয় যদি বিষয়
হইবে মনেতে তখন দ্বেষের উদয়।
ইন্দ্রিয়ের দুই ভাব,—'প্রীতি' আর 'বিদ্বেষ'
প্রাণীগণের স্বভাবেতে জড়িত বিশেষ।
অনুরাগ—বিদ্বেষ যার বশীভূত নয়,
সদা তার মুক্তি পথে বাঁধা হয়ে রয়।]

(১৯) ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ।।

[হি (যে হেতু) চরতাং (নিয়ত ভ্রাম্যমান) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়-গণের) যৎ (যেটিকে) মনঃ অনুবিধীয়তে (মন অনুসরণ করে) তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (বায়ু তাড়িত জলে নৌকার ন্যায়) অস্য প্রজ্ঞাং হরতি (ইহার বিবেক বুদ্ধি হরণ করে)]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৬৭)

সমুদ্রে তুফাণ তুলি প্রচণ্ড পবন
যেমন ডুবায় তরি,—সেইরূপ মন,
অবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল
লিপ্ত যবে রূপ, রস বিষয়ে যখন
মন যদি মেতে রয় একটিতেও কেবল,
ঘটায় বুদ্ধিনাশ দুর্বলে তখন।

(২০) তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

[মহাবাহো ! তস্মাৎ (সেই জন্য) যস্য ইন্দ্রিয়াণি (যাহার ইন্দ্রিয় গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়গুলি হইতে) সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি (সর্বতো-ভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৬৮)

যাহার ইন্দ্রিয়গণ
বিষয়াভূত নয় কখন

কাম-ক্রোধ রিপু যত
হয় যার প্রতিহত
মন যার নাহি ধায় ইন্দ্রিয়ের তরে,
ইন্দ্রিয় বশে রয়ে, বুদ্ধি তার প্রতিষ্ঠিত করে।

(২১) মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

[কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাস্তু (ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযোগে) শীতোষ্ণ সুখদুঃখদা (হিম-উত্তাপ, সুখ-দুঃখ উৎপাদক) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশধর্মী) অনিত্যাঃ চ (এবং অস্থির ভাবযুক্ত), ভারত! তান্ তিতিক্ষস্ব (হে ভারত! সেই শীতোষ্ণাদি সহ্য কর)।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ১৪)

ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় বিষয়ে যখন,
হিম-তাপ, সুখ-দুঃখ উদিছে তখন।
উৎপত্তি-বিনাশ ধর্মী এই সকল হবে,
অনিত্য অসার এরা, 'নিত্য' কভু নাহি রবে।
যতক্ষণ সংযোগ ততকাল হয় ভোগ,
সুখ-দুখ নাহি রয় হইলে বিয়োগ।
সহ্য কর অস্থায়ী উল্লাস-বিষাদ,
বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়ের, হইবে প্রমাদ।

চতুর্থ খণ্ড

(২৬টি শ্লোক।)

"কর্ম বিনে কেহ নাহি রয়,
তাহে কর্ম করিতেই হয়।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সূচনা

(চুম্বক)

স্বভাবে করে কর্ম দেহধারীগণ,
তারা, কর্ম বিনে রহে না কখন।
রলেও কর্ম বিনে, চিন্তা-কর্ম রয়,
তাহে গীতায় কর্ম করিবারে কয়।
বিষয়ে রহিলে কর্ম, বাসনা জাগায়,
বাসনা-বর্জ্জিত-কর্ম কহিছে তাহায়।
নিষ্কাম-কর্ম যে জনাই করে,
সংস্কার মুক্ত হয়ে, বন্ধন না ধরে।
পাপ ভার, আর যাহা কিছু সব ভার,
ভক্তের তরে ভগবান বহেন তাহার।
কিছুই অভাব রহে না তার,
নিষ্কাম-কর্মে পাপ বর্ত্তে না আর।
হবে সদা কর্ম-ফল-ত্যাগ,
না হইবে কভু কর্ম-ত্যাগ।
ভগবানও করেন কর্ম,
যাহে মানব না ত্যাজে কর্ম।

(১) ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

[পুরুষঃ নিষ্কামঃ সন্ (পুরুষ নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্মণাম্ (কর্ম্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিলে) নৈষ্কর্ম্ম্যং (সর্ব কর্ম শূণ্য নিষ্ক্রিয় ভাব) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না), সংন্যসনাৎ এব চ (এবং হঠাৎ কর্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৪)

পুরুষ কর্মানুষ্ঠানে যদি নাহি রয়,
কর্ম শূণ্য নিষ্ক্রয় ভাব প্রাপ্ত কভু না হয়।
অচিরাৎ সন্ন্যাস করিয়ে গ্রহণ
সিদ্ধিলাভ হয় না যেমন,
তেমনি,—কর্মে আসক্তি রলে
কর্ম ত্যাগে সিদ্ধি নাহি মিলে।

(২) ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

[জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণমপি (ক্ষণ কালের জন্যও) কশ্চিৎ (কেহ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না), হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (ভিন্ন ভিন্ন গুণ কর্তৃক) অবশঃ সন্ (বাধ্য হইয়া) সর্ব্বঃ (সকলেই) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম করিতে বাধ্য হয়)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৫)

কেহ কভু কর্ম বিহনে
ক্ষণ কাল থাকিতে না পায়,
স্বভাবজাত নানা গুণে
সবারে কর্মে বাধ্য করায়।

(৩) কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযমস্য য আস্তে মনসা স্মরম্।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

[যঃ (যে) কর্ম্মেন্দ্রিয়ান সংযম্য (কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান (কর্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিষয় সমূহ) স্মরণ (স্মরণ করিয়া) আস্তে (বিচরণ করে) সঃ (সে) বিমূঢ়াত্মা (আত্ম-জ্ঞান শূন্য) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (কথিত হয়)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৬)

কর্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করি,
কর্ম যদি নাহি রাখে ধরি,
ইন্দ্রিয়-বাসনা যত মনেতে স্মরণ লবে,
সে জন 'কপটাচারী' বলি কথিত হইবে।

(৪) যস্তিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।

[অর্জ্জুন! যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্য (ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (আসক্তহীন হইয়া)

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম আরভতে (কর্মেন্দ্রিয় দিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করেন) সঃ বিশিষ্যতে (তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন) ।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৭)

যে জন ইন্দ্রিয় সকলেরে
সংযত করিয়া মনেতে
কর্মেন্দ্রিয় দিয়া কর্ম অনুষ্ঠান করে
সে ব্যক্তি রহে বিশিষ্ট নামেতে ।

(৫) নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥

[ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু (তুমি সর্বদা কর্ম কর) হি (যে হেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম করা শ্রেষ্ঠ), অকর্ম্মণঃ (কর্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীর ধারণ ব্যাপারও) ন প্রসিধ্যেৎ (নিস্পন্ন হইবে না) ।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৮)

অবশ্য কর্তব্য কর্ম যাহা,—কর সে সকল,
কর্ম-ত্যাগ হতে, কর্ম করাই মঙ্গল ।
সর্ব-কর্ম শূন্য হলে,— পার্থ দিন দিন
জীবিকা নির্বাহ ভবে হইবে কঠিন ।

দ্রষ্টব্য ঃ—[শরীর রক্ষার তরে,
প্রাণীগণ যে কর্ম করে
তাহাও করিতে হবে,
ইহা,—নির্দে´শিছে সবে।]

(৬) ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মনি ॥

[হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মম কিঞ্চন (আমার কিছু মাত্রও) কর্ত্তব্যং নাস্তি (কর্ত´ব্য কর্ম কিছুই নাই), অনবাপ্তং (অপ্রাপ্ত), অবাপ্তব্যং (প্রাপ্য) ন (নাই), অহং (আমি) কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ (কর্মে সতত ব্যাপৃতই আছি)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ২২)

ত্রিলোকে কর্ত´ব্য কর্ম নাহিকো আমার,
প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য কিছুই রহে না আবার।
তথাপি অর্জ্জুন দেখহ তুমি,
সদা থাকি কর্মে ব্যপ্ত আমি।

দ্রষ্টব্য ঃ—[ভগবান কর্ম না করিলে,
জগৎ সংসার যাবে রসাতলে।
কর্ম তিঁনি করেন সর্বক্ষণ,
তাহে,—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কারণ।]

(৭) অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

[(অহং) অজঃ সন্ অপি (আমি জন্মরহিত হইয়াও) অব্যয়াত্মা ভূতানাং ঈশ্বরঃ অপি সন্ (অবিনশ্বর, সকল প্রাণীগণের প্রভু হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় (নিজ প্রকৃতি বা বৈষ্ণবী-মায়া বশীভূত করিয়া) আত্ম মায়য়া (স্বেচ্ছায় মায়াবলম্বনে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই) ।

(৮) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

[হে ভারত ! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি (যে যে সময়ে ধর্মের লাঞ্ছনা, অধর্মের প্রভাব উপস্থিত হয়) তদা অহং আত্মানং সৃজামি (তখনি আমি নিজের একটি দেহ সৃষ্টি করি) ।]

(৯) পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

[সাধূনাং পরিত্রাণায় (সজ্জনগণে ত্রাণ করিবার জন্য) দুষ্কৃতাং বিনাশায় (পাপাচারিদের বিনাশের জন্য) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম প্রবর্তনের জন্য) (অহং) যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতি যুগে আবির্ভূত হই) ।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ৬, ৭ ও ৮ ।)

জন্মহীন,—আমি আত্মা অবিনশ্বর,
সর্বভূতের প্রাণে রহিয়া ঈশ্বর,

স্বীয় প্রকৃতিরে ধরি, স্বেচ্ছা মায়া বলে
দেহ ধরি,—অবতীর্ণ হই সুকৌশলে।
অধর্মের প্রভাব তরে,
ধর্মেরে যবে লাঞ্ছনা করে
সাধুদের পরিত্রাণে
পাপীর বিনাশ কারণে
ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে
যুগে যুগে আসি দেহ ধরে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[ভগবান যিঁনি অর্জুনে কহিছে,—
কেহ নাহি কাহারে বিনাশ করিছে।
ভগবান দুষ্টরে নিজে বিনাশ করে,
এ অর্থ শ্লোকে কেমনে ধরে ?
দুষ্কৃত লোক যবে
ধর্ম কর্মে নাহি রবে,
পাপে লিপ্ত রাখি আপনারে—
বল করি সাধুগণে, পরমার্থ কর্মে বিরত করে,
প্রবল প্রতাপ দুষ্টের
তাহে ত্রাস সাধুগণের।
এহেন অ-ধর্মের ব্যভিচার যবে প্রকটিবে ধরণিতে,
দেহ ধরি আসেন তিঁনি পুনঃ ধর্ম প্রতিষ্ঠিতে।
দুষ্টরে করিছে দমন,
বিনাশিয়া তার অধর্ম-প্রাণ।

ভীত সাধুগণে করে ত্রাণ,
দিয়া তাদের অভয় প্রদান।
অধর্ম মনেরে বিনাশ করি
দুষ্টরে সুপথে আনিবেন ধরি।
বিনাশ অর্থে "শোধন" বুঝিবে
নিধন অর্থে ইহা না ধরিবে।]

(১০) স্বভাবজেন কৌন্তেয় বিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

[কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি (মোহে অভিভূত হইয়া যে কার্য (বা যুদ্ধ) করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মনা নিবদ্ধঃ (তোমার নিজের স্বভাব কর্মে, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ কর্ম স্বভাব— আবদ্ধ) অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি (এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরে তাহাই (বা সেই যুদ্ধই) করিতে বাধ্য হইবে) ।]

(১৮শ অধ্যায়, শ্লোক ৬০)

হে কৌন্তেয়! মোহ বশে এখন যে কার্যরে
করিবে না বলি ভাবিয়াছ মনে,
নিজের স্বভাব আর পূর্ব-জন্ম সংস্কারে
বদ্ধ আছ তুমি সেই কর্ম সনে।
পরিশেষে অনিচ্ছাবশে সেই কার্য অযাচিতে—
করিবেক তুমি, স্বভাবজ-কর্মে নিবদ্ধ যাতে।

(১১) কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা ফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব, কর্ম্মণি ॥

[কর্ম্মণি এব (কর্মেই) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন ফলেষু মা (কখনও কর্মের ফলে নাই), কর্ম্মফল হেতু (ফল কামনা দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না), অকর্ম্মণি (কর্ম ত্যাগে) তে সঙ্গঃ মা অস্তু (তোমার প্রবৃত্তি না হউক) ।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৪৭)

কর্মে তব অধিকার, কর্ম-ফলে নয়,
ফল-আশে কর্মে যেন প্রবৃত্তি না হয়।

(১২) যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

[ধনঞ্জয় ! যোগস্থঃ (যোগস্থ হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (ভাবান্তর শূন্য হইয়া) কর্ম্মাণি কুরু (কর্ম কর), সমত্বং যোগঃ উচ্যতে (সমতাই যোগ বলিয়া কথিত হয়) ।]

(২য় অধ্যায়, শ্লোক ৪৮)

কর্ম ফলাফল সব ঈশ্বরেতে রাখি,
কার্যসিদ্ধি, অসিদ্ধি সমভাবে দেখি,
যোগস্থ হইয়া কর্ম কর সমুদয়,
'সমত্বই' যোগ নামে কথিত হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—[সুখ-দুঃখ, লাভালাভ জাগে না চিতে—
বাসনা না রহিলে মনে,—কর্ম সম্পাদিতে।
নিষ্কাম-কর্ম করণে,
'বাসনা' জাগে না মনে।
সম-ভাবে রহিছে যখন,
'যোগ' নামে কথিত তখন।]

(১৩) ময়ি সর্ব্বানি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

[সর্ব্বানি কর্মাণি (সকল কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্ম চেতসা (আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিবেক বুদ্ধিদ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (মমতা বর্জিত) বিগত জ্বরঃ (বিগত শোক) ভুত্বা (হইয়া) যুধস্ব (যুদ্ধ কর)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩০)

আমাতেই সর্ব-কর্ম করি সমর্পন,
আত্মায় স্থাপন করি অবিচল মন,
কামনা, মমতা, শোক পরিত্যাগ করি,
যুদ্ধ কর (অর্জ্জুন) সুখ-দুঃখ পরিহরি।

দ্রষ্টবা ঃ—[কর্তৃত্ব অভিমান দূরে যবে রয়,
বিবেক, বুদ্ধি তার জাগ্রত হয়।
সকাম কর্মে মোহ-শোক জন্মায়,
মনেতে কভু তৃপ্তি না আনায়।

কর্মের ফল সমর্পিয়া ভগবানে,
করিলে কর্ম,—'মোহ' জাগে না মনে।
নিষ্কাম-কর্ম আর ইন্দ্রিয়-সংযমনে,
রবে সদা সম-জ্ঞানে, আর তৃপ্ত মনে।]

(১৪) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

[স্বনুষ্ঠিতাং (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (অন্যের বা ভিন্নাশ্রম-ভুক্ত স্বভাব-ধর্ম বা প্রকৃতি হইতে) বিগুণঃ (ত্রুটিপূর্ণ) স্বধর্ম (নিজ স্বভাবজ ধর্ম বা নিজ প্রকৃতি) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বধর্মে (নিজ স্বভাব ধর্মে আস্থা রাখিয়া) নিধনং শ্রেয় (নিধনও কল্যান জনক) পরধর্ম (অপরের স্বভাব-ধর্ম বা ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত কর্ম) ভয়াবহঃ (বিপদ জনক)।]

(৩য় অধ্যায়, শ্লোক ৩৫)

নিজ ধর্ম হতে পর-ধর্ম সুন্দর হয়,
মনেতে এভাব,—কভু যদি রয়,
তথাপি জানিও তুমি, পর-ধর্ম ভয়রূপে,
নিধন নিজধর্মে, কল্যাণ স্বরূপে।

দ্রষ্টব্য :—[স্ব-ধর্মই আত্মার ধর্ম
পর-ধর্মই ইন্দ্রিয় ধর্ম।
স্ব-ধর্ম আর পর-ধর্ম শ্লোকে যে অর্থ হইবে,
হিন্দু-ধর্ম, খৃষ্ট-ধর্ম, ইস্‌লাম-ধর্ম এসবল না বুঝিবে।

স্ব-ধর্ম অর্থ নিজ-স্বভাব,
পর-ধর্ম হবে পর-স্বভাব।
নিজ স্বভাব-ধর্ম মত
কর্মে সদা রহিলে রত,
নিষ্কাম-কর্মে ইহের,
লয় করে স্বভাবের।
না বুঝি নিজ-স্বভাব,
পর-স্বভাবে প্রভাব
মত,—কর্ম করিলে,
সংস্কার ধরিলে।]

(১৫) ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

[সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা (তিনি কর্ম ফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া) নিত্য তৃপ্তঃ (সদা তুষ্ট) নিরাশ্রয় (আসক্তি বা কর্মে অবলম্বনহীন নিরভিমান) কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (কর্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও) কিঞ্চিৎ এব ন করোতি (যেন কিছুই করেন না) ।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২০)

নিত্য তৃপ্ত, নিরাশ্রয়, ফলাকাঙ্খা ত্যাগী,
কর্ম করিলেও,—নহে সে জন কর্ম-ফল-ভাগী।

দ্রষ্টব্য :—[অনাসক্ত সদাক্ষণ রহেন যিঁনি
কর্ম করিলেও কর্ম করেন না তিঁনি।

অনাসক্ত-কর্ম করে,
তারে কর্ম নাহি ধরে।]

(১৬) নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

[নিরাশীঃ (কামনা বিহীন) যতচিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ (সংযত চিত্ত যাবতীয় ভোগ বিবর্জিত ব্যক্তি) কেবলং শরীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (কেবল মাত্র শরীর রক্ষার জন্য যৎ সামান্য কর্ম করিয়া) কিল্বিষং ন আপ্নোতি (বিহিত কর্ম না করিবার জন্য পাপ প্রাপ্ত হন না)।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২১)

নিষ্কাম, ভোগ-ত্যাগী আর সংযমী যে জন,
দেহ রক্ষা হেতু কর্মে পাপী নাহি হন।

দ্রষ্টব্য :—[দেহের ধরম রয়
তাহাও করিতে কয়।
সুস্থ্য দেহ ধারণ তরে
মানব যে যে কর্ম করে
তাহাও গীতায় করিতে বলে
যাহে সুস্থ্য দেহ রহে সকলে।
মন রহিলে অসুস্থ্য দেহটায়
তাহেও সাধনে বাঁধা পায়।]

(১৭) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥

[যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অপরের ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত বস্তু লাভেই তৃপ্ত) দ্বন্দ্বাতীত (শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদির অতীত) বিমৎসরঃ (শত্রুতা বুদ্ধি বর্জিত) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (সফলতা, নিস্ফলতায় সমজ্ঞান সম্পন্ন) কৃত্বা অপি (কর্ম করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধন যুক্ত হন না) ।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২২)

অল্পেতে তুষ্ট আর ভেদ-জ্ঞান হীন,
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদবিহীন।
শত্রু শূন্য রহে সদাক্ষণ,
সর্ব কর্ম করি বদ্ধ না হন।

(১৮) গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।

[গত সঙ্গস্য (নিষ্কাম) মুক্তস্য (কর্তৃত্যভাব বর্জিত) জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত চিত্ত যাহার) যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ সংরক্ষণের জন্য বা ঈশ্বরারাধনার জন্য কর্ম) সমগ্রং প্রবিলীয়তে (সকল কর্ম বিনষ্ট বা শেষ হয়) ।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২৩)

নিষ্কাম, জ্ঞানস্থ, মুক্ত সাধু সদাশয়,
ঈশ্বরার্থে কর্ম করে, কর্ম পায় লয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—[ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্মেতে কেবল,
সে কর্মই কর্ম, অন্য কর্ম কু-কর্ম সকল।]

(১৯) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

[যঃ ব্রহ্মণি (যিঁনি ঈশ্বরে) আধায় (আত্ম সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফল কামনা ত্যাগ করিয়া) কর্ম্মণি করোতি (সকল কর্ম করেন) সঃ (তিনি) অম্ভসা পদ্মপত্রং ইব (পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায়) পাপেন ন লিপ্যতে (পাপদ্বারা লিপ্ত হন না) ।]

(৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১০)

ফল-আশা পরিহরি,
ব্রহ্মে সমর্পণ করি
সর্ব-কর্ম করেন যে জন
পাপে নাহি হন লিপ্ত,
সলিলে হইয়া সিক্ত
পদ্ম-পত্র নির্লিপ্ত যেমন।

(২০) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

[অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (আমাকেই একনিষ্ঠ ভাবে বা এক মনে এবং আমাতেই চিন্তাপরায়ণ হইয়া যে উপাসনা করে) তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং (আমাতে সতত যুক্ত চিত্ত এইরূপ

ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষার ভার) অহং বহামি (আমি বহন করি) ।]

(৯ম অধ্যায়, শ্লোক ২২)

এক নিষ্ঠ, নিত্য-যুক্ত ভাবে
যে জন ভজনা করে আমার,
প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত যাহা রবে
সকলি বহন করি তাহার।

দ্রষ্টব্য ঃ—[একান্ত অন্তঃরে যে ভগবানে স্মরে,
সেই নিত্য-যুক্ত-চিত্ত নরে
জীবন ধারণে যাহা প্রয়োজন পরে,
অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ আর,
প্রাপ্তবস্তু রক্ষার ভার
ভগবান বহেন তাহারই তরে।
ভক্তের তরে ভগবান
ইহাই হইছে প্রমাণ।]

(২১) শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ।

[হি অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ ধ্যানাং বিশেষ্যতে (জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ), ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ (ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ), ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ (ত্যাগ হইতে অন্তরে শান্তি হইয়া থাকে)।]

(১২ অধ্যায়, শ্লোক ১২)

'অভ্যাস' ঊর্দ্ধে 'জ্ঞান' বলে যাহা,
জ্ঞানের উপরে 'ধ্যান' কবে তাহা।
'কর্ম্ম-ফল-ত্যাগ' ধ্যানের উপর,
হেন ত্যাগ হইবে সুখের আকর।

দ্রষ্টব্য ঃ—[পুণঃ পুণঃ করিবে যাহা,
'অভ্যাস' নাম কবে তাহা।
কামাভ্যাসে অনিত্যরে সবে নিত্য ধরে,
তাহে,—দেহ, সংসার নিত্য মনে করে।
আত্ম-ধ্যান তরে
অভ্যাস যে করে
দেহ, সংসার অনিত্য কবে,
তারি তরে,—'আত্মা' নিত্য হবে।]

(২২) নির্ম্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ।

[নির্ম্মাণমোহাঃ (অভিমান ও মোহ বর্জ্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (ভোগে আসক্তিজনিত দোষ বর্জ্জিত) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মার স্বরূপ জানিবার জন্য তৎপর), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিষয়-কামনা ত্যাগী) সুখদুঃখসজ্ঞৈঃ (সুখ দুঃখ সংজ্ঞাবিশিষ্ট) দ্বন্দ্বৈঃ বিমূক্তাঃ (শীত-উষ্ম, হর্ষ-ক্রোধ আদি দ্বন্দ্ব ভাব হইতে বিশেষ ভাবে মুক্ত) অমূঢ়াঃ (আত্ম-অনাত্মজ্ঞান সম্পন্ন সাধকগণ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (সেই অব্যয়-পদ প্রাপ্ত হন)।]

(১৫ অধ্যায়, শ্লোক ৫)

আত্ম নিষ্ঠ যারা, মোহ অহঙ্কার নাই,
ইন্দ্রিয়, আসক্তি শূণ্য নিষ্কাম সদাই।
সুখ-দুঃখাতীত সদা যাদের হৃদয়,
তারা সেই পুরুষের "নিত্যপদ" পায়।

দ্রষ্টব্য ঃ—[আদি-পুরুষ যাহা
সকলের মূলাধার তাহা।
যাঁহারে জানিলে পরে
জন্ম রহে না সংসারে।
আদি, অন্ত, স্থিতি নাহি যাঁর
'আদি-পুরুষ' সেই সে সবার।]

(২৫) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

[কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কর্ম্মনাং ন্যাসং (স্বর্গাদি কামনা যুক্ত কর্ম্ম সমূহের ত্যাগকে) সংন্যাসং বিদুঃ (সংন্যাস বলিয়া জানেন) বিচক্ষণাং (কোন কোন পণ্ডিতগণ) সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুঃ (যত প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সকল কর্ম্মেরই ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন)।]

(১৮ অধ্যায়, শ্লোক ২)

স্বর্গাদি কামনা তরে
কর্ম্মে আশ নাহি ধরে
সন্ন্যাস তাহারে কহে।

কভু কর্ম নাহি ত্যাগ
হবে কর্ম্ম-ফল ত্যাগ
'ত্যাগ' নামে কবে তাহে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[স্বর্গাদি কামনায়
যদি কেহ কর্ম করে,
'নিষ্কাম-কর্ম' গীতায়
সে কর্মরে নাহি ধরে।]

(২৪) ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

[দেহভৃতা (দেহধারীগণ) অশেষতঃ কর্ম্মাণি তক্তুং (সর্বপ্রকারে কর্ম ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম (সমর্থ হয় না), যঃ তু কর্ম্মফল ত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কিন্তু যে কর্মের ফল (বা ফল কামনা) ত্যাগে সমর্থ তিনিই ত্যাগী)।]

(১৮ অধ্যায়, শ্লোক ১১)

দেহধারী মানব সকল
সর্ববিধ কর্ম ত্যাগে সমর্থ না হয়,
যে জন কর্ম করি, কর্মের ফল
ত্যাজিবারে পারে,—তাহারেই "ত্যাগী" কয়।

দ্রষ্টব্য ঃ—[দেহধারীগণে,
রবে না কর্মবিনে।
তাহে গীতায় 'কর্ম' ছাড়া কথা কিছু নাই,
স্ব-ধর্মে "নিষ্কাম-কর্ম" নির্দেশিছে সদাই।]

(২৫) যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

[যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ ন (যাহার আমি কর্তা এই ভাব নাই) যস্য বুদ্ধি ন লিপ্যতে (যাহার বুদ্ধি কর্মে আসক্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সমস্ত লোককে) হত্বা অপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে (হনন করিলেও হনন করেন না অর্থাৎ তাহাতে আবদ্ধ হন না) ।]

(১৮ অধ্যায়, শ্লোক ১৭)

'আমি' কর্তা বোধ নাহি রয়,
যে জনার বুদ্ধি, কর্মে আসক্ত নয়,
হেন ব্যক্তি করিলে হত্যা সকলেরে,
হনন তরে,—হত্যাকারী নাহি ধরে।

(২৬) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

[সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য (আমি-আমার বা প্রকৃতিগত যত প্রকার মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছ সে সকল ধর্ম (বা রত কর্ম সকল) বর্জন করিয়া) একং মাং শরণং ব্রজ (এক আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর) অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব) মা শুচঃ (শোক করিও না) ।]

(১৮ অধ্যায়, শ্লোক ৬৬)

'সর্ব-ধর্ম' ত্যাগ করি
কেবল আমারে ধরি

শরণেতে লও একান্ত অন্তঃরে আমারে
না কর শোক,—সর্বপাপে ত্রাণ করিব তোমারে।

দ্রষ্টব্য ঃ —['আমি,' 'আমি' ভাবিয়া কেবল
করে 'সর্ব-ধর্ম' মানব সকল।
আমিত্ব-কর্ম ত্যাজিতে কয়,
আসলে,—কর্ম-ত্যাগ কথা এ নয়।
আমিত্ব কর্মে আসক্তি জাগায়,
সমর্পিলে ভগবানে,—শোক, দুঃখ নাহি তায়।]

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য রচিত আর একটি ধর্মগ্রন্থ ঃ

"আমি কে জানতে হবে"

এই কাব্য গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে অবাঙালী-ভাষী পাঠকদের জন্য শ্রীপ্রেম বাজপেয়ী এবং শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বইখানির প্রথম চল্লিশটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদ দার্শনিক ডাঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনিষীদের সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ইংরেজি অনুবাদ "Know Thyself" নামে পরিচিত।

পঞ্চম খণ্ড

(১২টি শ্লোক।)

"বায়ু-স্থিরে মন স্থির হয়,
তাহে 'যোগ' করিবারে কয়।"

হরি ওঁ তৎ সৎ

সূচনা

(চুম্বক)

শাস্ত্রীয় আচরণ বিধি মানিতে হয়,
গুরুর নিকট 'যোগ' শিখিবারে কয়।
তথাপি,—শ্রীকৃষ্ণ যোগের কতক কর্ম-কাণ্ড-করণ,
কহিয়াছেন অর্জুনে, পঞ্চম খণ্ডে যাহা উদ্ধৃত এখন।
গীতার আসল উদ্দেশ্য কেবল,
কর্মে রত রবে দেহধারী সকল।
নাহি হবে কর্ম-ত্যাগ,
হবে কর্ম-ফল ত্যাগ।
এহেন কর্মে বাসনা যাইবে,
আত্ম-জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে।
'প্রাণায়াম' অভ্যাস করিবারে কয়,
'শ্বাস-বায়ু' স্থিরেই মন-স্থির হয়।
অস্থির-মনে 'বাসনা' ধরায়,
'স্থির-মনে' যোগী তারে করায়।

(১) উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

[আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ (শুদ্ধ বিবেক যুক্ত মন দিয়া জীব বা বাসনা যুক্ত মনকে উদ্ধার করিবে) আত্মনং ন অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অধোগত করিবে না), হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধু (যে হেতু আত্মাই বা মনই আত্মার বা জীবের বন্ধু) আত্মা এব আত্মনঃ রিপু (মনই জীবের বা জীব মনের শত্রু)।]

(২) বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥

[যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ (যে মন দ্বারা চঞ্চল মন বশীভূত) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধু (সেই মন জীবের বন্ধু) অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুত্বে শত্রুবৎ বর্ত্তেত (অজিত চিত্ত জনের মনই শত্রু, দেহের ভিতর সতত শত্রুর মত অপকারে রত থাকে) ।]

(৩) জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥

[জিতাত্মনং প্রশান্তস্য পরং আত্মা (জিত মনা রাগাদি বর্জিত ব্যক্তির পরম-আত্মা) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান অপমানে) সমাহিতঃ (স্থির হইয়া থাকে)।]

(৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৫, ৬ ও ৭)

আত্মা দিয়া আত্মারে করিবে উদ্ধার,
লক্ষ্য রাখি, অধঃগতি না হয় আত্মার।

আত্মাই আত্মার বন্ধুর কারণ,
আত্মাই করিছে পুণঃ শত্রুতা ধারণ।
যে আত্মা দিয়া আত্মা জয়ী হয়,
সে আত্মা তারি বন্ধু বলে কয়।
নিজ আত্মা যার আত্মবশ নয়,
আত্মাই তাহার শত্রু তুল্য হয়।
আত্ম জয়ে সমর্থক যেই জন,
প্রশান্ত আত্মা "পরমাত্মা" তখন।
শীত-গ্রীষ্মে, মান-অপমানে,
রহেন সে 'পরমাত্মা' সমাহিত জ্ঞানে।

দ্রষ্টব্য ঃ— [অচঞ্চল-মন আর চঞ্চল-মন, দুই মন হয়
অস্থির মন বিষয়-বাসনা আর স্বভাব-গুণে রয়।
স্থির মন দিয়া অসংযত মনেরে সংযত করায়,
এই দুই মনই 'আত্মা' নাম ধরায়।
চঞ্চল মনেরে আনিলে বশে দিয়া স্থির মনে
দু'য়ে এক হয়ে 'পরমাত্মা' কয়,
আত্মার পরম 'পরমাত্মাই' রহি সমজ্ঞানে
সদা সমাহিত ভাবে রয়।
চঞ্চল রহিবে যে জন, 'মন' কবে তায়,
অচঞ্চলে রহিলে মন 'আত্মা' নাম পায়।
এই আত্মারেই ভগবান কয়,
পরে 'পরমাত্মা' অভিহিত হয়।

দেহধারী মনেরে "জীবাত্মা" কয়,
শুদ্ধ মনই 'আত্মা' নামেতে রয়।
বুঝানের তরে নানা নামে কয়,
আসলে 'আত্মা' একটি কথা হয়।]

(৪) অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।।

[তথা অপরে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (আবার কেহ কেহ প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া) অপানে প্রাণং জুহ্বতি (প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ু নিক্ষেপ করিয়া 'পূরক'), তথা প্রাণাপানগতী রুদ্ধা (প্রাণ অপানের প্রতিরোধ করিয়া 'কুম্ভক') প্রাণে অপানং জুহ্বতি (অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ু নিক্ষেপ করিয়া 'রেচক' করেন)।]

(৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক ২৯)

প্রাণ-অপান স্থির হয় যে ক্রিয়ায়
অপূর্ব সে ক্রিয়া, 'প্রাণায়াম' বলে তায়।
প্রাণেতে অপান কেহ, অপানেতে প্রাণ,
পূরক, রেচক করি আদান প্রদান,
হেন প্রাণায়াম কেহ আচরণ করে
কেহ বা ইন্দ্রিয় সংযমে প্রাণে প্রাণ ধরে।

দ্রষ্টব্য ঃ—[নিশ্বাসের উর্ধগতি 'প্রাণ' বলে তায়,
'অপান' নামেতে শ্বাস অধঃদিকে ধায়।

নাভি উর্ধে শ্বাস চলে প্রাণ-বায়ু তাহে বলে,
নাভি নিম্নে শ্বাস চলে 'অপান-বায়ু' তারে বলে।
উর্ধ-অধোগতি বায়ু স্থির হয় যে ক্রিয়ায়,
অপূর্ব সে ক্রিয়া 'প্রাণায়াম' বলে তায়।]

(৫) স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥

[বাহ্যান্ স্পর্শান (বাহিরের বিষয় সমূহ) বহিঃ কৃত্বা (দূর করিয়া) চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব (এবং চক্ষুকে উভয় ভ্রুর মধ্যেই স্থাপন করিয়া) নাসাভ্যন্তরচারিনৌ (নাসাভ্যন্তরে নিয়ত ভ্রমণকারী) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ু) সমৌ কৃত্বা (স্থির করিয়া ; —)]

(৬) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

[—যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (—যিনি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সংযত করিয়াছেন) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (বাসনা বা ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ বিরহিত) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষই যাহার কেবল লক্ষ্য) যঃ মুনিঃ (যে সন্ন্যাসী) সঃ সদা মুক্ত (তিনি সর্বদাই মুক্ত)।]

(৫ম অধ্যায়, শ্লোক ২৭ ও ২৮)

শব্দ, রূপ, রস আদি বাহ্য বিষয় যত,
অন্তঃর হইতে এই সব করিয়া তিরহিত,
ভ্রূ-যুগল মধ্যস্থানে, স্থির করি এক দৃষ্টি সযতনে,
প্রাণা-পান নাসিকার অভ্যন্তরে রাখিয়া সমানে

সংযত রাখি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির,
ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ শূন্য রহেন যিঁনি,
আর মোক্ষই লক্ষ্য কেবল যে সন্ন্যাসীর,
জানিবে,— সদা মুক্ত রয়েছেন তিঁনি।

(৭) সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

[কায়শিরোগ্রীবং সমং ধারয়ন্ স্থিরঃ (দেহের উর্ধভাগ মস্তক গ্রীবাদেশ সরলভাবে রাখিয়া), স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (সকল দিক হইতে দৃষ্টি সংকোচ পূর্বক নিজের নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে) ।]

(৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ১৩)

দেহ মধ্য শির, গ্রীবা করিয়া সরল,
দৃঢ় যত্নে রহিবেক হইয়া নিশ্চল।
নাসা-মূলে ভ্রূ-দ্বয়ের মাঝে দৃষ্টি রাখি,
স্থির নেত্রে অন্য দিকে কিছুই না দেখি।

দ্রষ্টব্য :—[যদি সহজ আসন ধরি,
বসে,—শিড় দাঁড়া ভর করি,
ভ্রূ-দ্বয় মাঝে স্থির দৃষ্টি রয়
আর মন তথা নিবদ্ধ হয়—
হয়ে ধ্যান, বায়ু স্থির হবে,
মন স্থিরে, প্রাণায়ামে রবে।
এক দৃষ্টি—এক মন,
ধ্যান তথা সদাক্ষণ।]

(৮) তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥

[যোগী তপস্বিভ্যঃ (যোগী তপপরায়ণ), অধিকঃ জ্ঞানিভ্যঃ (কেবল শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন) অপি অধিকঃ যোগী কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিক ঃ (এবং যজ্ঞাদি কর্মপারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) মতঃ (ইহাই আমার মত), তস্মাৎ অর্জ্জুন যোগী ভব (সেই জন্য অর্জ্জুন যোগী হও।]

(৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৪৬)

তপস্বী, কি জ্ঞানী, কি কর্মী,
কহিতেছি আমি,
সবার উপরে শ্রেষ্ঠ 'যোগী',
'যোগী' হও তুমি।

(৯) যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

[যঃ শ্রদ্ধাবান্ (যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা (আমাতেই একান্তভাবে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া) মাং ভজতে (আমাকে ভজনা করে) সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং অপি যুক্ততমঃ (সে সকল যোগীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (ইহাই আমার মত)।]

(৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৪৭)

একান্ত আমাতে যিনি দিয়া প্রাণ মন,
শ্রদ্ধাবান হইয়া আমার করেন ভজন,
যোগীকূলের শ্রেষ্ঠ তিনি, অর্জ্জুন জানিও তুমি
এই মত আমার, সেই মতে কহিতেছি আমি।

দ্রষ্টব্য ঃ— [ভগবানে স্মরিয়া,—কর্ম করি,
কর্ম-ফল-আশ নাহি ধরি।
হেন কর্মেতে "নিষ্কাম" হইবে,
তাহে,—বিষয়ে বাসনা যাইবে।]

(১০) প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

[প্রয়াণকালে (মরণ সময়ে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তি যুক্ত হইয়া) অচলেন মনসা যোগবলেন চ এব (এবং একাগ্রচিত্তে যোগ বলে) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রু-যুগল মধ্যে) প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (প্রাণবায়ুকে পূর্ণভাবে স্থাপন করিয়া) তং পরং দিব্যং পুরুষং (সেই পরম দিব্য পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়)।]

(৮ম অধ্যায়, শ্লোক ১০)

যে পুরুষ অন্তিম কালে,
রহিয়া স্থির যোগ বলে
নাহি কিছু ভাবি, সর্ব চিন্তা পরিহরি,
ভ্রু-দ্বয়ের মাঝে প্রাণ-বায়ু রক্ষা করি
কেবল করেন ধ্যান ভক্তিভরে যিনি,
দিব্য পুরুষোত্তমে প্রাপ্ত হয়েন তিনি।

(১১) সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনং প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।

[সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য (সকল ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া) মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ (মনকে হৃদয় মধ্যে আবদ্ধ করিয়া) মূর্দ্ধ্নি প্রাণং আধায়

(মস্তকে প্রাণকে স্থাপন করিয়া)আত্ম নঃ যোগধারণাং আস্থিতঃ (আত্ম বিষয়ক সমাধিরূপ ধারণায় স্থিত হইয়া); —]

(১২) ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতিত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ।।

-- ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (ওঁ-অউম্-এই একাক্ষর ব্রহ্ম বাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে) মাং অনুস্মরন্ (আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (দেহ ত্যাগ করিয়া) যঃ প্রয়াতি (যিনি প্রস্থান করেন) সঃ পরাং গতিম্ যাতি (তিনি পরমাগতি লাভ করেন)।]

(৮ম অধ্যায়, শ্লোক ১২ ও ১৩।)

সংযত করি ইন্দ্রিয় সকলেরে,
হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া মনেরে,
স্থাপিয়া প্রাণ ভ্রু-দ্বয় মাঝে মস্তক ভিতরে,
আর আত্ম-বিষয়ক যোগস্থৈর্য্য সহকারে,
ব্রহ্মাক্ষর 'ওম্' করি উচ্চারণ,
স্মরণ করিয়ে আমারে
যে জন দেহ ত্যাগ করে,
পরমাগতি তিনিই প্রাপ্ত হন।

দ্রষ্টব্য ঃ—[শ্রীকৃষ্ণ কহিছেন অর্জ্জুন তরে,
তাহে,—'আমারে' অর্থে বুঝান শ্রীকৃষ্ণরে।
ইষ্ট-দেবতা সকলের এক নাহি হবে,
যার যা দেবতা,—তাঁরেই স্মরণে রবে।

শ্বাস-বায়ু এলোমেলো বহিছে সবার,
তাহে, "বাসনা" ধরায় মনেতে আবার।
"চৈতন্য" স্বরূপ আত্মার অনুভূতি নাহি রয়,
বাতাসের "হ-কার" ধ্বনি প্রতিবন্ধক হয়।
'অউম্' উচ্চারণে 'হ' শব্দের হইবে বিলয়,
'শ্বাস-বায়ু' স্থির হয়ে চৈতন্যের প্রকাশ রয়।
নাভি হতে 'শ্বাস-বায়ু' ছাড়ি যবে যায়,
সেই ক্ষণ-কালে "প্রাণায়াম" আরম্ভিবে তায়,
'অউম্' উচ্চারিলে
সে সন্ধিক্ষণ কালে
প্রাণায়ামে রহিয়া সে জন
শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাজিবে তখন।
প্রাণায়ামে ত্যাজিলে জীবন,
বাসনাতে আর রবে না কখন।
'বাসনা' নিঃশেষিবে যাহার,
'মোক্ষ-লাভ' হইবে তাহার।
দেহ ত্যাগ কালে,—
বাসনা না রহিলে পরে,
দেহ ত্যাগ হলে,
ভোগ-দেহ আর না ধরে।]

হরি ওঁ তৎ সৎ

সমাপ্তি

"শ্রীগুরু আশ্রম"
শেওড়াফুলী (চারাবাগান)
হুগলী—
সোমবার ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সন

যুধীষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অতিথিদের পরিচর্য্যার ভার নিয়েছিলেন। সর্ব্বভূতেশ্বর হয়েও তিঁনি দাস সুলভ সেবাব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ এই দাস সুলভ সেবাব্রত কায়-মন বাক্যে গ্রহণ করেন। দাস্যভাবে পর সেবা কর্ম্মও নিষ্কাম-কর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত।

দেহধারীগণ কর্ম্ম বিহনে থাকিতে পারে না। স্বভাববশে কর্ম্ম করিতেই হয়। সেই জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে; নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে ইহা গীতার নির্দ্দেশ।

বর্তমান ভাষ্যকার শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য তাহার "সহজ গীতা পাঠ" গ্রন্থে গীতার ৮০টি শ্লোক নির্ব্বাচন করিয়া পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে গীতায় কর্ম্ম ছাড়া কথা নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলেই মোক্ষ লাভ হইবে। গ্রন্থখানীর প্রারম্ভে গীতার সার মর্ম্ম এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দ্যেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রকাশ ভঙ্গিতে একটি অভিনবত্ব আছে। ভাষ্যকারের একটি নিজস্ব চিন্তাধারা এই গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকেরা আশাকরি আনন্দ পাইবেন।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস গোস্বামী
বৈষ্ণব দর্শনতীর্থ—

গ্রাম্য যোগাশ্রম
১১ এ ষ্টেশন রোড
কলিকাতা-১৯

৭।৩।৭১ ইং

লেখক শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য সরল মনে সহজ ভাষায় স্বীয় অনুভূতির কথা তাহার "সহজ গীতা পাঠ" গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অর্জিত বিদ্যার অপেক্ষা রাখেন নাই। তদ্‌ভাবাপন্ন লোক এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাই বর্তমান ভাষ্যকারের ধারণা।
শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শনে বিশ্ববাসীকে আকর্ষণের যোগ্যতা তাঁহার আছে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। তাহার ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রায় সমস্ত ভাষায় শ্রীশ্রীগীতা ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছেন। এই সর্বমত সমন্বয় মূলক গ্রন্থের অসংখ্য টিকাভাষ্য রচিত হইয়া এই গ্রন্থ সর্বজনোপযোগী বলিয়া সুপ্রমানিতও করিয়াছে। শ্রীশ্রীগীতার ভাবগ্রাহী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গ্রন্থকারের পাঠকবর্গকে গ্রন্থকারের দিকেও আকৃষ্ট করিবেন ইহাই আমার ধারণা ও প্রার্থনা।

শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী

গীতায় কর্ম্মযোগের দুন্দুভি-নিনাদ। কর্ম্মফলের জন্য আকাঙ্খা রাখিবে না ; নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে, ইহাই গীতার নির্দ্দেশ।

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য রচিত "সহজ গীতা পাঠ" গ্রন্থে গীতার এই মর্ম্ম-কথা বুঝাইবার জন্য গীতার মোট ৮০টি শ্লোক স্থাপন করিয়া সহজ পদ্য ছন্দে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা শুভ। গীতানুরাগীরা এই গ্রন্থপাঠে আনন্দিত ও উপকৃত হউন—ইহাই কামনা করি। গ্রন্থকারকে জানাই গভীর শুভেচ্ছা।

৭।৩।৭১

স্বামী নির্ম্মলানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-১৯।

Dr. RADHAGAVINDA BASAK,
M.A., Ph.D., D. Litt., Vidyavacaspati,
F.A.S. (Hony.), Retired Professor of
Sanskrit, Presidency College, Cal.

GOVINDA DHAM
69, Ballygunge Gardens,
Calcutta-19.
16-3-1971

শ্রীযুক্ত হরলাল-ভট্টাচার্য-কৃত 'সহজ গীতাপাঠ'— নামক পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে লেখক মহাশয় সমগ্র গীতা গ্রন্থের কোনরূপ টীকা বা ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তিনি কেবল গীতা হইতে নির্বাচিত আশীটি শ্লোকের স্বকীয় ভঙ্গিতে একটি ব্যাখ্যা সরল ও সুখকর বাঙ্গালা পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গীতাতে প্রকাশিত নানাপ্রকার দার্শনিক তথ্যের কথার উপর নির্ভর না করিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় কেবল গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম-কর্ম-বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্য হইতে কতকগুলি শ্লোক বাছিয়া লইয়া তাহাই সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট নিজ মন্তব্য অতি সরলভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমাংশে তিনি অবতরনিকা হিসাবে কয়েকটি উপাদেয় গীতোক্ত তথ্য পদ্যেই সন্নিবেশিত রাখিয়াছেন। অল্পবয়স্ক ছাত্র ছাত্রীরা ও সাধারণ পাঠকবর্গ এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না। মনে হয় জনসাধারণ এই পুস্তক পড়িয়া গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মের সারমর্ম্মের আস্বাদ লাভ করিতে পারিবেন। আর যাঁহারা ধর্ম্ম রসপিপাসু তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে কতকগুলি সারগর্ভ ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মনে হয় যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই পুস্তকখানি রচনা করার সদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কাম্য। কঠিন ও দুরূহ গ্রন্থকে সরল করিয়া ব্যাখ্যা করাও সুসাধ্য কার্য নহে।

কলিকাতা

ইতি—

ইং ১৬।৩।১৯৭১

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।